সহস্রমুখো শয়তান—

গল্পখোর ধুরন্ধরদ্বয়

শ্রীমান্ আলোককুমার দত্ত

ও

শ্রীমান্-অশোককুমার দত্ত

উভয়কেই দিলাম

ইতি—

কাকামণি

সহস্রমুখো শয়তান—

"বাধা দিতে চেষ্টা করায় একটা লোহার হাতুড়ী উঠিয়ে আমাকে মারাতে উদ্যত হয়······(পৃঃ ১৬)

এক

চীনেমাটির কনফুশি

আঃ! কি বিচিত্র এই জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা! কি মহান্ অপূর্ব্ব মানুষের প্রকৃত পরিচয়! কী বিশাল এই জগৎ, আর কী বিপুলই না মানুষের ভীড়! সিঙ্গাপুরের কোলাহলমুখর জাহাজ-ঘটায় দাঁড়িয়ে কর্ম্মব্যস্ত জনতার উন্মত্ত ক্রিয়াকলাপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে দীপক অপূর্ব্ব ভাবুকতায় তন্ময় হ'য়ে গেল।

ছেলেবেলা থেকেই সে বিদেশে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বাপ-মা শৈশবেই মারা যান। তারপর তার ভার গিয়ে পড়ল তার কাকার স্কন্ধে। দীপকের কাকা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'য়েও তিনি জীবনে চিরকুমার। তাঁর নেশা প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন

জিনিষপত্র সংগ্রহ করা। এই সব বেয়াড়া মান্ধাতার আমলের জিনিষপত্রকে তিনি যে কী অসীম ভালবাসার চক্ষে দেখতেন তা কথায় বোঝান শক্ত। এই সব প্রাচীন জিনিষ নিয়ে তিনি কলকাতায় এক বিরাট মিউজিয়াম্ করে ফেলেছিলেন নিজের প্রাসাদতুল্য বাড়ীটাতে। আর এই সব জিনিষের সন্ধানেই তিনি টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন গোটা দুনিয়ার পথে বিপথে।

বর্ম্মামুল্লুকে রেঙ্গুনে তাঁর একটা ভাড়াটে বাড়ী ছিল। বেশীর ভাগ সময় তিনি সেখানেই থাকতেন আর মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসতেন। দীপক ছিল তাঁর নিত্য-সহচর। যুবক দীপককেও ধীরে ধীরে খুড়োর নেশাটা পেয়ে বস্‌ছিল। সেও প্রাচীন অবলুপ্ত জিনিষের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব সেই সব জিনিষ সযত্নে সংগ্রহ করত এবং খুড়োর কাছে বাহবা পেত।

সিঙ্গাপুরে আসার মূলেও ছিল সেই বেয়াড়া সখ। একজন জাহাজের খালাসীর কাছে দীপক সংবাদ পায় যে সিঙ্গাপুরে এক জাপানী একটা চীনেমাটীর প্রাচীন কনফুশি মূর্ত্তি বিক্রী করতে চায়।

দীপক কথাটা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। কাকার কাছে সব কথা খুলে বল্‌লে এবং পরের সপ্তাহেই সেই খালাসীর সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাত্রা করলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে হতাশ হ'য়ে পড়্‌ল। শুন্‌লে যে জাপানী ভদ্রলোকটী মাসখানেক আগে সে-বাড়ী ছেড়ে সম্ভবতঃ দেশে চলে গেছে। দীপক একটু

দমে' গেল কিন্তু এমন ব্যাপার তার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। এরকম কতবারই না তাকে হতাশ হ'তে হ'য়েছে।

"দীপক"

পরের জাহাজেই সে রেঙ্গুনে ফিরে এল। কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই যে সব ঘটনা ঘট্‌ল তা বাস্তবিকই অভাবনীয়।

একদিন সন্ধ্যায় দীপকের কাকা, পেঙ্গো নামক বর্ম্মী চাকরের সাথে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দীপক একা বাসায় বসে বসে তাদের জিনিষপত্রের ক্যাটালগ খানার পাতা ওলটাচ্ছে আর মনে মনে অতীতের অন্ধকার আবছায়ার দেশে ঘুরছে, এমন সময় নীচে ভীষণ জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। দীপক সেই অতর্কিত শব্দে চমকে উঠ্‌ল। তার কাকার ফিরে আসবার সময় হ'য়েছিল কিন্তু তিনি কখনো এরূপভাবে কড়া নাড়তেন না। এ কড়া নাড়ার শব্দের মধ্যে যেন কত আতঙ্ক কত সন্ত্রাস লুকানো রয়েছে বলে মনে হ'ল।

সে দৌড়ে নীচে নেমে গেল এবং দরজা খুলে দিতেই তার চোখে পড়্‌ল দীর্ঘাকৃতি এক জাপানীর চেহারা। মানুষের চেহারা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা দীপক এই প্রথম চাক্ষুষ করলো। তার ওপর লোকটী অত্যন্ত বেশী মদ খেয়েছে বলে' মনে হল। দীপক একটু বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

লোকটী বল্লে, "সামান্য কয়েক শত টাকার। তবে আমি ভিক্ষুক নই। টাকার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে এক অপূর্ব্ব জিনিষ দিতে এসেছি।"

দীপক বল্লে—"আমি যে ব্যাঙ্কের কেশিয়ার সে খবর কে তোমাকে দিলে ?"

প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে লোকটী বল্লে—"ছেলেমানুষি রাখ! আমি তোমার সঙ্গে মস্করা করতে আসিনি, তুমিই বিখ্যাত কিউরিও বিশারদ সদানন্দ চৌধুরী ?"

দীপক বল্লে—"না কিন্তু—"

লোকটী দীপককে বাধা দিয়ে বল্লে—"আর কিন্তুতে কাজ নেই, আমি সদানন্দকে চাই তোমার মত চ্যাংড়ার সঙ্গে কথা কয়ে' সময় নষ্ট করতে আমি আসিনি। আমার জাহাজ ভোর ৪টায় ছাড়বে। তার আগেই আমি কাজ শেষ করতে চাই।"

দীপক বল্‌লে, "যদি তোমার কাছে কিছু দেখাবার থাকে আমাকে দেখাতে পার, আমি তাঁর হ'য়ে কেনা-বেচা করি এবং আমিও 'কিউরিও'র কদর বুঝি !"

"বটে—বটে—বটে !" লোকটী অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "তা'হলে আমি ত' তোমাকে কড়া কথা বলে বড় অন্যায় করেছি—তবে হ্যাঁ! আমাদের একটু ভিতরে যেতে হবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সওদা করা চলে না—বিশেষতঃ যে জিনিষ আমি এনেছি তার।"

দীপক ঘরের মধ্যে উঠে এল। জাপানীটা উঠে এসে একটা চেয়ার দখল করে বস্‌ল। টেবিলের উপর একটা শ্বেতপাথরের বুদ্ধ-মূর্ত্তি বসান তার নীচে চীনে হরপে সাল-তারিখ ক্ষোদা ছিল। জাপানীটা ঝুঁকে পড়ে লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলে, তারপর বল্‌লে, "এ জিনিষ তুমি কোথায় পেয়েছ? এ ত' ফ্রেডারিক হল্‌ষ্টনের সম্পত্তি।"

দীপক মৃদু হেসে বল্‌লে, "আমার কাকা সদানন্দ চৌধুরী ফ্রেডারিক সাহেবের সমস্ত কালেক্‌শান পঁচিশ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন।"

জাপানী বল্লে—"কিন্তু এই বুদ্ধ-মূর্ত্তিটার দামই ত' পনের হাজার!"

দীপক বল্লে—"তা' হবে!"

দীপক জাপানীর কথা বলার ভঙ্গী থেকে বুঝ্‌লে যে সে-ও একজন কিউরিও বিশারদ। একদম বাজে-মার্কা নয় এবং অনেক কালেক্‌শানের খবর রাখে।

জাপানী কিছুক্ষণ কি ভেবে বল্‌তে লাগল—"আমি একজন কিউরিও এক্সপার্ট এবং আমার কাছে যে জিনিষ আছে তা' খুব বেশী দামী না হ'লেও অতি প্রাচীন জিনিষ। এটার দাম অন্ততঃ হাজার আড়াই হবে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলো ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটায় আমাকে বাড়ী যেতে হচ্ছে এবং কিছু টাকারও বড় দরকার হ'য়েছে। এই দেখ আমার জিনিষ।"

এই বলে জাপানীটা তার ওভারকোটের প্রকাণ্ড পকেট্

থেকে একটা চীনেমাটীর কনফুশি মূর্ত্তি বার করে টেবিলে বসিয়ে দিলে। সে মূর্ত্তির ভঙ্গী এবং ক্ষোদাইয়ের রীতি দেখে দীপক চমকে উঠল। এই রকম কনফুশির সন্ধানেই ত' সে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল। তবে এই কি সেই জাপানী? কিন্তু সে সে-সব কিছু না ভেঙ্গে বললে, "কত দাম এর?"

জাপানী বললে "এর বাজার-দর অনেক, তবে আমি মাত্র হাজার টাকায় এটা বেচে দেব। দর-দাম নেই। ইচ্ছা হয় নেবে। নয়ত 'না' বলবে। দরাদরি আমি পছন্দ করি না।"

দীপক ভড়কে গেল। হাজার টাকা সে এখনি দিতে পারে কিন্তু জিনিষটা যদি নকল হয়! কাকা থাকলে পরীক্ষা এখনি হ'য়ে যেত। সে একটা চাল দিলে—বললে—"পাঁচ শ' টাকা নাও, মুর্ত্তিটা আমাকে দিয়ে দাও।"

লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীপকের মুখের দিকে একবার তাকাল এবং কিছু না বলে মূর্ত্তিটা আবার তার দীর্ঘ ওভার-কোটের পকেটে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। পেঙ্গো ও সদানন্দবাবু সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করে বাড়ীতে ঢুকলেন।

জাপানীটা ত্বরিতপদে ফুটপাথে নেমে গেছিল। দীপক উচ্চ-কণ্ঠে ডাকলে, "হ্যাল্লো মিষ্টার—" লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে দাঁড়াল। দীপক বল্লে—"সদানন্দবাবু এসে গেছেন।"

জাপানীটা পুনরায় ঘরে এসে ঢুকলো এবং সদানন্দ

চৌধুরীর দিকে চেয়ে মোলায়েম স্বরে বললে, "আমি কি মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে একটু গোপনে কথা-বার্ত্তা বলতে পারি ?"

"সদানন্দ চৌধুরী"

সদানন্দ চৌধুরী হেসে বল্‌লেন, "নিশ্চয়ই—আসুন।"

কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট ঘরে জাপানীটা ও সদানন্দ বাবু ঢুক্‌লেন। জাপানীটা একটা চেয়ারে বসে পড়ে পকেট থেকে সেই কন্‌ফুশির মূর্ত্তিটা বার করলে। তারপর বল্‌লে, "এটা সুপ্রাচীন এক চীন রাজবংশের আমলের।"

বাধা দিয়ে সদানন্দ বাবু বল্‌লেন, "দেখি মূর্ত্তিটা—ফিলিপ্ রো'র বইয়ে এবিষয় বিশদ ভাবে লেখা আছে। এটা মাঝখান থেকে ফেটে দু'খানা হয়ে যায় এবং পরে খুব ভাল আঠা দিয়ে একে জোড়া হয়। আমি সেই জোড়ার দাগ দেখতে চাই।"

মূর্ত্তিটা হাতে নিতেই সদানন্দবাবু স্পষ্ট দেখ্‌লেন যে মাথা থেকে নীচে পর্য্যন্ত সরু চুলের মত ফাটা দাগ। সদানন্দবাবু পেঙ্গোকে ডাক্‌লেন—'পেঙ্গো—এধারে আয়—'

পেঙ্গো পুশ্‌ডোর ঠেলে ঢুকলো। সদানন্দবাবু বললেন—"ওপরে তেসরা আলমারীর একদম তলার তাক থেকে পয়লা কেতাব নিয়ে আয়—"

মোটা বই হাতে পেঙ্গো ফিরে এলো—সদানন্দবাবু ত্বরিত

হস্তে পাতা উল্‌টে এক জায়গায় থামলেন এবং ড্রয়ার খুলে স্কেল ইত্যাদি বার করে মাপজোক সুরু করলেন। তারপর মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লেন—"হুঁ, আসল চীজ্‌—ঝুটা নয়। তা' কত চাইছ সাহেব?"

জাপানী করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, "এইত মুরুব্বির কথা, আর তোমার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্‌ বলে পাঁচশ টাকা নাও—ফুঃ—দেখ বাবু, আমি হাজার টাকা চাই—কর্‌করে এক হাজার এবং এখুনি। এই দেখ এর জন্য কি দাম দিয়েছি।" এই বলে জাপানীটা তার ওভার-কোট খুলে বুকটা অনাবৃত করলে, সেখানে তিনটী লাল দগ্‌দগে ছোরার আঘাতের চিহ্ন। সে চিহ্ন ভয়ঙ্কর!

সদানন্দবাবু ভয়ে চোখ বুঁজ্‌লেন এবং জাপানীটাকে তার জামা পরতে অনুরোধ করলেন। তারপর তিনি দীপককে ডেকে এক হাজার টাকা আন্‌তে বল্‌লেন এবং তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়ে একটা রসিদ করিয়ে নিলেন।

জাপানীটা সদানন্দবাবুকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

দুই

হল্‌দে শয়তান

অনেক রাত পর্য্যন্ত দীপক আর সদানন্দবাবু নানা রকম গল্পগাছা করে' পেঙ্গোর রাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যাদি খেয়ে উপরে ঘুমাতে গেলেন।

সদানন্দবাবু ও দীপক আলাদা ঘরে ঘুমাতেন। দীপকের ঘরে টেবিলের উপর সদ্যক্রীত কন্‌ফুশি মুর্ত্তিটা বসানো রইল। দীপক একখানা ইংরাজী উপন্যাস নিয়ে পড়্‌তে বস্‌লো। সে রাইডার হ্যাগার্ডের উপন্যাস বড় ভালবাস্‌ত। তাঁর লেখা ক্লীওপেট্রা নামক অপূর্ব্ব রহস্যেভরা বইখানার মধ্যে অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তন্ময় হয়ে গেল। বইটা শেষ করতে রাত দেড়টা হল। তারপর সুইচ্‌ অফ্‌ করে দীপক শুয়ে পড়্‌লো। মাথার কাছের ফ্রেঞ্চ্‌উইণ্ডো দিয়ে মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস শীঘ্রই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

বাড়ীর সকলেই যখন ঘুমে অচেতন তখন সহসা সদর দরজায় জোরে ধাক্কা দেবার শব্দ হল। পেঙ্গো বাইরের ঘরে ঘুমাচ্ছিল, সে জেগে বিছানায় উঠে বস্‌ল। তারপর আবার কড়া নাড়ার শব্দ—

কট্ কট্ কট্.........

পেঙ্গো একটু ঘুমকাতুরে। তাই সে এই নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সদর দরজার সামনে এল এবং চাবিকলের ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখ্‌ল।

অস্পষ্ট গ্যাসের আলোয় সে দেখ্‌ল একজন বেঁটে চীনাম্যান্‌ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে বর্ম্মী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, "কেরে তুই, তোর এখানে কি দরকার?"

লোকটা রুক্ষ স্বরে বল্‌লে, "আমি শয়তান। তুই কে? সদানন্দবাবুকে একবার ডেকে দে'—জরুরী দরকার।"

পেঙ্গো বল্‌লে, "সদানন্দবাবু তোর হুকুমের চাকর নয়, কাল সকালে আসিস্‌ দেখা হ'বে।"

লোকটা হেঁকে উঠ্‌ল—"তুই সদানন্দবাবুকে খবর দে—বিশেষ জরুরী। তারপর দেখা যাক তিনি কি বলেন।"

পেঙ্গো বল্‌লে, "কি নাম বল্‌ব তাঁকে?"

"বল্‌গে—হল্‌দে শয়তান এসেছে।"

পেঙ্গো হেসে উঠ্‌লো—"চণ্ডুর মাত্রা কি আজ বেশী হয়ে গেছে সাহেব?"

বাইরে থেকে কোন উত্তর এল না। পেঙ্গো বাবুকে খবর দিতে গেল। পেঙ্গোর কথা শুনে সদানন্দবাবুর অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল। তিনি নীচে নেমে এসে পেঙ্গোকে দরজা খুলে দিতে বল্‌লেন।

পেঙ্গো যখন লোহার খিল খুল্‌ছিল তখন সদানন্দবাবু

টুকরো দুটো হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে বললেন, "নাঃ, ঠিক আছে। পূর্ব্বের জোড়া খুলে গেছে মাত্র।"

পেঙ্গো বললে, "বাবু, নীচের ঘরে চীনাটা রয়েছে যে!"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "সর্ব্বনাশ! তুই তাকে একলা রেখে এসেছিস্? নীচের ঘরে যে অনেক দামী জিনিষ রয়েছে।"

পেঙ্গো হেসে বল্‌লে, "বাবু, এটা মগের মুলুক হ'লেও আমার কাছে চালাকি খাটেনা—আমি দরজার বাইরে থেকে শিকল টেনে এসেছি। চীনাম্যান এখন বন্দী।"

দীপক কাকার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে ছিল। সে এসব কিছুই বুঝ্‌তে পারছিল না। তাই সদানন্দবাবু দীপককে কন্‌ফুশি মূর্ত্তির নতুন খরিদ্দারের কথা বল্‌লেন।

তারপর তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য সকলে নীচে নেমে এলেন।

পেঙ্গো দরজা খুলে দিল।

চীনাম্যানটা দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসেছিল। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুল্‌লে!

—"ব্যাপার কি? সব ঠিক আছে ত?"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "হ্যাঁ, আমার ঘুমন্ত ভাইপো দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচাচ্ছিল। ব্যাপার কিছুই নয় তবে সেই কন্‌ফুশি মূর্ত্তিটা—(জানেন বোধ হয়, সেটা মাঝখান থেকে ফাটা ছিল)—কেমন করে জোড় খুলে দু' চ্যালা হয়ে গেছে।"

চক্ষু গোল গোল করে চীনাম্যানটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"অ্যাঁ!

সর্ব্বনাশ হয়েছে। তা' হলে চাংলী আমাদের বুকে ছুরি মেরেছে—হায় হায় হায় হায় !"

দীপক জিজ্ঞাসা করলে, "চাংলী কে ?"

"শয়তান—সহস্রমুখো শয়তান—সে বেটা যাদু জানে। নয়ত যার কাল ফাঁসি হ'য়ে যাবার কথা সে আজ এখানে এল কি করে' ? আর কি করেই বা এমন সুন্দর ভাবে কাজ হাসিল করে' চলে গেল !"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "মশাই, আপনি বড্ড উত্তেজিত হয়েছেন। একটু স্থির হোন্, আপনার কথা আমরা ঠিক বুঝ্তে পারছি না।"

চীনাম্যান্টা গলার স্বর চড়িয়ে চীৎকার করতে লাগ্ল, "উত্তেজিত হ'ব না ? মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিলে আপনি উত্তেজিত হন্ না ? কত খুন করেছি যার জন্যে সেইটাই কিনা এমনিভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল !"

সদানন্দবাবু আতঙ্কে শিউরে উঠ্লেন, "খুন ?"

"কাকে খুন করেছিস্ ?" দীপক উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

চীনাম্যান্টা শূন্যদৃষ্টিতে চুপ করে বসে রইল।

তিন

জলদস্যুর দৌলত

লোকটা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে কি ভাবলে তারপর বল্‌লে, "সদানন্দবাবু, আপনি বিখ্যাত জলদস্যু চাংলীর নাম শোনেন নি? সেই বিখ্যাত জলদস্যু আজ আপনার বাড়ী থেকে এক অমূল্য সম্পদ নিয়ে গেছে। যদি আপনি সেই সম্পত্তি উদ্ধারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন আমি সব কথা বল্‌তে পারি। বলুন সাহায্য করবেন?"

সদানন্দবাবু বল্‌লেন, "আগে শুনি তোমার গল্প তারপর বলব।"

—"তবে শুনুন, আজ থেকে দশ-বার বছরের কথা। আমি তখন একটা জাহাজের খালাসি ছিলাম। সেই সময়ে চাংলীর দলের হাতে পড়ে আমাদের জাহাজ লুঠ হয়। আমি চাংলীর বন্দী হই। তারপরে সেই দলে যোগ দিই। তারপর আমরা চীন সমুদ্রে, পীতসাগরে, জাপান সাগরে জলদস্যুবৃত্তি করতে থাকি। অনেক ধনরত্ন আমরা এমনি করে পেয়েছিলাম। আমরা আমাদের ধন এক বৃদ্ধ চীনা নাবিকের কাছে গচ্ছিত রাখতাম। সে সেগুলো এক নির্জ্জন দ্বীপে মাটির তলায় পুঁতে রেখে আস্‌ত। সে ছিল আমাদের কোষাধ্যক্ষ।

আমাদের ভাগ্য ছিল বড়ই চঞ্চল। কতবার ধরা পড়্লুম। কতবার বিদেশে পালিয়ে ফাঁসিকাঠ রোধ করলুম। আমাদের সকলকেই এইরকম ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হ'ত। কাজেই আমাদের কোষাধ্যক্ষ বা-থিন্‌কে বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এই রকম অবস্থায় একবার আমাদের তিনবৎসরের জন্য কয়েদের হুকুম হয়। আমরা যখন জেলে বন্দী তখন বা-থিনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় সে তার ভৃত্য লক্‌সিনের কাছে গুপ্তধনের "ভূতুড়ে দ্বীপ"-এর অবস্থান এবং সেখানে কোথায় ধনরত্ন পোঁতা ছিল তার নক্সাখানা রেখে যায়।

"আমরা একবার ছাড়া পেয়ে দলপতি চাংলীর পরামর্শ মত ঠিক করলাম যে নক্সাখানা দু' টুকরো করে দু' জায়গায় আপাততঃ লুকিয়ে রাখা হ'বে। তারপর সুবিধামত সকলে মিলে ধনরত্ন উদ্ধার করলেই চল্‌বে। আপনার ক্রীত ঐ কন্‌ফুশির মধ্যে সেই নক্সাখানার অর্দ্ধেক রাখা হয়। কেন রাখা হয় তাও বল্‌ছি—চাংলী ছিল অত্যন্ত ধূর্ত্ত। বিখ্যাত ঐ মূর্ত্তির ভিতর নক্সার প্রথমার্দ্ধ রাখার মধ্যে তার খুব এক মতলব ছিল। যদি দৈবাৎ মূর্ত্তি চুরি যায় বা কারু কাছে হস্তান্তরিত হয় ত' অনায়াসে তার খোঁজ পাওয়া যাবে এবং নতুন মালিক দলের গোপন খবর কিছু না জানলেও মূর্ত্তিটাকে তার মূল্যের জন্যেই যত্ন করে' রাখবে। সেখান থেকে কৌশলে নক্সাখানা হাত করা অন্ততঃ চাংলীর পক্ষে শক্ত হ'বে না। আর যদি কেউ নক্সা

চুরি করে, বাকী অর্দ্ধেক না পেলে সে-ও ভূতুড়ে দ্বীপের সন্ধান পাবে না।

“এখন বাকী অর্দ্ধেক কোথায় রাখা হ’য়েছিল সে বিষয়ে আপনাদের কৌতূহল হ’তে পারে, সে কৌতূহল যথা সময়ে চরিতার্থ হ’বে।

ধূর্ত্ত চিন্‌-ফু

“তাড়াতাড়ি এরূপভাবে নক্সাখানার ব্যবস্থা করে সিঙ্গাপুর বন্দর থেকে আমরা একটা বিদেশী জাহাজ লুঠ করবার জন্য পাড়ি দিই। কিন্তু কুক্ষণে আমরা যাত্রা করেছিলাম। পুরো দলশুদ্ধ মধ্য-সমুদ্রে গোয়েন্দা জাহাজ আমাদের বন্দী করলে। তারপর আমাদের বিচার হল। সকলেরই দীর্ঘ বৎসরের জন্য কয়েদ হ’ল। আমার হ’ল তিন বৎসরের কয়েদ। চাঙ্গী কৌশলে পলায়ন করলে। পরে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু সে এবারও জেল ভেঙে পালিয়েছে।

“চিন্‌-ফু নামক আমাদের মধ্যে একজন আমাদের সমস্ত আটঘাট বলে দিয়েছিল বলে তার অত্যন্ত লঘু শাস্তি হয়েছিল। শাস্তিভোগের পর সে সিঙ্গাপুরের সেই হোটেলে ফিরে এল। উদ্দেশ্য কনফুশি মূর্ত্তিটা হাত করে নক্সাখানা উদ্ধার করা আর আমাদের শরীরের রক্ত জল করে সঞ্চয় করা গুপ্তধন একা আত্মসাৎ করা।

“যে হোটেলওয়ালার কাছে কনফুশি মূর্ত্তিটা গচ্ছিত ছিল সে

ছিল ভীষণ জুয়াড়ী। সন্ধ্যার পর থেকে তার হোটেলের গুপ্তকক্ষে জুয়ার আড্ডা বস্‌ত। মদ উড়্‌ত পিঁপে পিঁপে আর হরেক্ রকমের দুশ্চরিত্র লোক সেখানে তাসের উপর বাজী ধর্‌ত। এম্‌নি সময় একদিন মদ-খেয়ে বে-সামাল অবস্থায় হোটেলওয়ালা বাজীর পর বাজী হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে শেষে পরের গচ্ছিত ধন কন্‌ফুশি মূর্ত্তিটাই বাজী ধরলে। তার মূল্য যে কি তা সে কোন দিনই জান্‌ত না। না জান্‌লেও চাংলী যে কী চিজ তা সে মর্ম্মে মর্ম্মে জান্‌ত বলে কোন দিন হয়ত' সজ্ঞানে সেটা হাতছাড়া করত না। সেদিন মদের নেশায় বেহুঁস অবস্থায় সে সেটা বাজী ধরলে এবং সেবারেও হেরে' গেল।

"চিন্‌-ফু বাজী জিতে মূর্ত্তিটা নিয়ে সেই রাতেই সেখান থেকে সরে পড়্‌ল এবং গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য ভুতুড়ে দ্বীপের নক্সার বাকী অর্দ্ধেক সংগ্রহের জন্য গোপনে গোপনে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। সেই সময়ে সে একজন জাপানীর কাছে মূর্ত্তিটা বন্ধক রেখেছিল। এই জাপানীরও কিউরিও সংগ্রহের বাতিক ছিল। সিঙ্গাপুরে তার কাঠের ব্যবসা ছিল। হঠাৎ তার ব্যবসা মন্দা পড়ে এল। সে বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হল। কিউরিও সব বেচে ফেল্‌লে এবং কনফুশি মূর্ত্তিটা নিয়ে রেঙ্গুনে চলে এল।"

এই পর্য্যন্ত বলে' চীনাম্যানটা দম নেবার জন্যে একটু থাম্‌লে।

চার

খুনে মংকু

চীনাম্যানটা কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকার পর আবার সুরু করলে, "জাপানী কিউরিও-ব্যবসায়ী হিরোকী যেদিন থেকে কন্‌ফুশি মুর্ত্তিটা বন্ধক রাখ্‌লে সেই দিন থেকেই তার পিছনে ছায়ার মত একটা লোক লেগে রইল। সে আমাদের দলের খুনে মংকু। এতটুকু বেঁটে মানুষ মংকু কিন্তু নির্দ্দয়তায় তার জুড়ি নেই। হৃদয় তার বোধ হয় লোহা দিয়ে তৈরী। হাস্‌তে হাস্‌তে সে লোক খুন করে ফেলে—এতটুকুও তার চিত্ত চঞ্চল হয় না। বিনা কারণে শুধু খেয়ালের বশে সে খুন করে' বসে। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই তার কাছে।

"যক্ষ বুড়োর মত মংকু মুনে বসে রইল হিরোকীকে। তারপর যখন চিন্‌ফু নক্সার বাকি অর্দ্ধেকের জন্য চীন যাত্রা করলো সেই সুযোগে একদিন রাত্রে সে হিরোকীর শোবার ঘরে কৌশলে ঢুকে পড়লো। কিন্তু হিরোকী ছিল অত্যন্ত সাবধানী। সে কন্‌ফুশি মুর্ত্তিটা তার লোহার সিন্দুকে চাবি বন্ধ করে রেখেছিল। মংকু অন্ধকারে চাবির সন্ধান না পাওয়ায় মরিয়া হয়ে হিরোকীকে খুন করতে উদ্যত হ'ল। ইতিমধ্যে হিরোকীর চাকর জেগে উঠে মংকুকে বাধা দিতে গেল কিন্তু

মংকুর ছুরি এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিল তখনই এবং সেই খানেই। হিরোকীও জেগে উঠে রিভলবার বার করবার জন্য বালিশের তলা হাতড়াতে লাগ্‌ল তখনি মংকুর ছুরির আঘাতে সে ধরাশায়ী হ'ল। মংকু কিন্তু এত করেও তার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারলো না। ঘরের মধ্যে গোলমাল শুনে কাঠগুদামের মজুররা জেগে উঠে লাঠি-সড়কি নিয়ে ঘর ঘেরাও করলে কিন্তু মংকু জানলা থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে চম্পট দিলে।

"হিরোকী গুরুতর আঘাত পেয়েছিল কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেল সে। কয়েকদিন স্থানীয় হাসপাতালে থেকে তার ঘা কতক আরাম হলে সে এবার কন্‌ফুশি মূর্ত্তিটার একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। তার মন এই ব্যাপারে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়্‌ল। সে বেশ বুঝ্‌তে পারলে একটা বড় রকম চক্রান্তের জালে সে জড়িয়ে পড়েছে। কাজেই যাতে শীঘ্র কন্‌ফুশি মূর্ত্তিটা তার কাছ থেকে বিদায় হয় তার জন্য সে চেষ্টা সুরু করে দিলে। সে প্রচার করলে যে প্রাচীন আমলের একটা দামী কন্‌ফুশি মূর্ত্তি সে বিক্রি করতে চায়। এইরূপ প্রচার করার মধ্যে তার দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য নিরুদ্দেশ চিন্‌-ফুকে জানান দেওয়া যে তার বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তরিত হচ্ছে। এরূপ খবর পেলে চিন্‌ফু যে নিশ্চয়ই হাজির হবে সে বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি মূর্ত্তিটা বিক্রি করে টাকা কটা উদ্ধার করে দেশে চম্পট দেওয়া।

"আগেই বলেছি চিন্‌ফু তখন সিঙ্গাপুরের আশপাশে ছিল না। হিরোকীর দুঃসাহসিক ঘোষণার কোন সংবাদই সে পেলে না। কাজেই হিরোকী মূর্ত্তিটা বেচবার অভিপ্রায়ে রেঙ্গুনে চলে এল। কাঠ-গুদামের অবস্থা বিশেষ লাভজনক না হওয়ায় সে সেটা ইতিপূর্ব্বেই এক-জন লোককে বিক্রি করে' দিয়েছিল।

খুনে মংকু

"মংকু কিন্তু হিরোকীকে নজরে নজরে রেখেছিল। তবুও তার বরাৎ দোষে সে হিরোকীকে হাতছাড়া করে ফেল্‌লে। যে জাহাজে হিরোকী রেঙ্গুন যাত্রা করলে সে জাহাজটা মংকু ফেল করলে। কাজেই হিরোকী রেঙ্গুনে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে ভাল হোটেলে আস্তানা বাঁধলে এবং আজ সন্ধ্যায় কনফুশি মূর্ত্তিটা আপনাদের বেচে দিয়ে এই ভীষণ ব্যাপারে আপনাদের জড়িয়ে টাকার তাড়া নিয়ে হাসিমুখে হোটেলের দিকে চল্‌লো।

"মংকু পরবর্ত্তী জাহাজে রেঙ্গুনে পৌঁছে প্রথমে হোটেল গুলোর সন্ধান নিলে এবং শিকারের সন্ধান পেয়ে সেই হোটেলেই একটা ঘর ভাড়া করলে। এবং হিরোকীর সমস্ত খবর সংগ্রহ করে' ফেললে।

"আপনার বাড়ী থেকে ফিরবার পথে চীনে বাজারের এক এঁদো গলির মোড়ে হিরোকীর সঙ্গে মংকুর সাক্ষাৎ। তার

কাছে মংকু খবর পেলে যে কনফুশি মূর্ত্তিটা আপনাদের হাতে এসে পড়েছে। সে আপনাদের ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে সংবাদ পাঠালে।

"আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের পুরাণো আড্ডায় ছিলাম। মংকুর ফোন্ পেয়ে তখনি জাহাজ-ঘাটায় চলে গেলাম। সেখানে মংকুর কাছে সব শুনে তাকে হোটেলে ফিরে যেতে বলে আমি আবার আড্ডায় গেলাম এবং সেখানে দরকারী কাজ চুকিয়ে আপনার বাড়ীতে এলাম কিছু টাকা সঙ্গে করে। যদি টাকার লোভ দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে কনফুশি মূর্ত্তিটা হাত করতে পারি এই আশায়।

"তারপরের খবর আপনি যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। এখন আমাদের কাজ সহস্রমুখো চাংলীর অনুসরণ করা। কারণ, আসল মাল এখন তার কাছে।"

দীপক বল্‌লে, "কিন্তু চিনফু যদি চীন দেশে গিয়ে ম্যাপের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হাত করতে পারে তা'হলে চাংলী শুধু প্রথমার্দ্ধ নিয়ে কি করবে?"

কা-মিন্ হেসে বল্‌লে, "কিন্তু কথা হ'চ্ছে এই যে লোহা যেমন চুম্বকের আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে পারে না তার কাছে এসে হাজির হয় তেমনি ম্যাপের প্রথমার্দ্ধের মালিক দ্বিতীয়ার্দ্ধের মালিকের আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবে না, কালক্রমে তার কাছে আসবেই।"

সদানন্দবাবু বললেন, "এখনো সে রেঙ্গুনে আছে। তবে

কাল জাহাজ-ঘাটায় তার দেখা মিল্‌তে পারে, অবশ্য যদি কালই সে যাত্রা করে।"

হিরোকী

হল্‌দে শয়তান বল্‌লে, "কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু চাংলী যাদুকরের মত হাজার মুখোসের মালিক। কখন্ কোন্ ছদ্মবেশে সে সটকে পড়বে আমরা হয়ত' তার টিকির নাগালই পাবো না।"

এইসব শুনে দীপকের নেশা ধরে গিয়েছিল। তার তাজা রক্ত আর সতেজ মন এই রহস্যের জাল ছিন্ন করবার জন্য এবং লুক্কায়িত ধনরত্নের উদ্ধার করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সে বল্‌লে, "কাকা, কা-মিন্ যদি আমাদের সাহায্য চায় তা' হলে আমরা ওকে কেন সাহায্য করবো না?"

কা-মিন্ বলে উঠ্‌লো, "ঠিকইত' আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী এবং আপনাদের বিশ্বাস করে সমস্ত কথা বলেছি, শুধু আপনাদের মত শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পাবো বলে।"

গম্ভীর ভাবে সদানন্দ চৌধুরী ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগ্‌লেন। কখনো ধীর পদক্ষেপে কখনো অতি দ্রুত। দীপক বসে' বসে' একটা আলপিন্ নিয়ে টেবিলের উপর আঁচড় কাটতে লাগল। এ কী ভীষণ জালের মধ্যে তারা এসে জড়ালো!

পাঁচ

সৌখীন বৰ্ম্মী ভৃত্য

অবশেষে সদানন্দবাবু রাজী হলেন। কা-মিন্ বল্‌লে, "পেঙ্গো থাক্ আপনার বর্ম্মার বাসায়। আপনি, দীপকবাবু ও আমি আজ সিঙ্গাপুর রওনা হ'ব। মংকু বর্ম্মায় থাকুক ও ভারী হুঁসিয়ার লোক। দলের সব খবর ও রাখবে।"

বেলা দশটা নাগাদ আস্‌বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কা-মিন বিদায় নিল। পেঙ্গোকে সমস্ত ভার দিয়ে এবং মধ্যে মধ্যে নিজেদের খবর দেবার ইচ্ছা জানিয়ে সদানন্দবাবু কয়েকখানা চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লেন।

কা-মিন্ সদানন্দবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলিপথে খানিক দূর অগ্রসর হ'ল। তারপর বড় রাস্তায় পড়ে সে একটা ট্যাক্সি নিলে এবং মংকু যে হোটেলে উঠেছিল তারই নিকটবর্ত্তী এক মদের দোকানের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দোতলায় একটা ঘরে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলে।

ম্যানেজার কলিং বেল্ টিপ্‌তে একজন আর্দ্দালি এসে কা-মিন্‌কে একটা ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একজন চীনাম্যান বসে' বসে' মুহুর্মুহু মদ খাচ্ছিল। কা-মিন্‌কে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে চীনা ভাষায় কি বলে উঠ্‌ল।

কা-মিন্ হেসে বল্‌লে, "সাবাস্ মংকু, বেড়ে ভোল বদ্‌লে ফেলেছ ত, তারপর খবর কি ?"

মংকু সন্তভরা গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে, বল্‌লে, "পাখী ফাঁদে পা দিয়েছে। চাংলী S. S. Golconda জাহাজে সিঙ্গাপুর যাত্রা করছে, তাকে খুঁজে বার করে অনুসরণ করবে। এবার যদি সে পালায় তা' হ'লে আর ধরা শক্ত হ'বে।"

মংকুর কাছ থেকে জাহাজ ছাড়বার সময়টা জেনে নিয়ে কা-মিন আড্ডায় এসে সমস্ত টাকাকড়ি লুকানো জায়গা থেকে বার করে বুকিং অফিসে টিকিট্ কাট্‌তে গেল। সেখানে সে দীপক ও সদানন্দবাবুর চাকর হিসাবে পরিচয় দিয়ে তিনটে টিকিট কেটে সদানন্দবাবুর বাসায় ফিরে এল এবং সদানন্দ-বাবুকে টিকিট তিনটে দিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য সদানন্দবাবুর প্রাইভেট্ কম্পার্টমেণ্টে ঢুক্‌লো, সেখান থেকে সে যখন বেরুলো তখন একজন খাঁটি সৌখীন বর্ম্মী সে।

সদানন্দবাবু অবাক হয়ে বল্লেন, "বাঃ বেশ মানিয়েছে ত !"

দীপক বল্লে, "এখন তোমায় কি বলে ডাক্‌বো ?"

কা-মিন বর্ম্মী ভাষায় বল্লে, "হুজুরের চাকর আমি, যা' বলে ডাকলে ভাল দেখায় সেই নাম দিন।"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "তুমি আজ থেকে পোয়ে নাম পেলে, মনে থাকে যেন পোয়ে।"

বিকাল তিনটায় জাহাজ ছাড়বে। দীপক ও সদানন্দ-বাবু তৈরী হয়ে নিলেন। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে তাঁরা

জাহাজঘাটায় হাজির হ'লেন। এরি মধ্যেই নানা রকমের লোক বাক্স প্যাঁট্‌রা বিছানার বাণ্ডিল ইত্যাদি সাজিয়ে পোর্ট পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁরাও তাদের দলের ভীড়ে একধারে বসে গেলেন। পোয়ে খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল ভীড়ের মধ্যে চাংলীকে। কিন্তু কোথায় তার সন্ধান পাবে! এ ভগবানের চিড়িয়াখানায় বিচিত্র-বেশী জনারণ্যে ছদ্মবেশী চাংলী যেন সবাই।

দীপক সব লোকের হালচাল লক্ষ্য করছিল। একধারে সে একজন বিষণ্ণ ইহুদীকে দেখ্‌তে পেলে। সে তার ছেঁড়া স্যুটকেশের উপর চুপ করে' বসে রয়েছে। দীপক তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল।

আর একধারে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্রকাণ্ড গালপাট্টায় হাত বুলোতে বুলোতে একজন মাড়োয়ারীর সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা কইছেন। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক যেন উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ছেন আর মাড়োয়ারীটা তাঁকে মোলায়েম ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছে।

এককোণে একগণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে এক চীনা পরিবার চুং-চাং করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি সব কথা কইছে। কখনও বা নিজেদের মাল্‌পত্রগুলো আরো কাছে টেনে নিয়ে আস্‌ছে।

পোয়ে ও দীপক যেন শিকারীর চোখে এই জনারণ্যে অনুসন্ধান কর্‌ছে কিন্তু তাদের মাঝে কে যে সহস্রমুখো তা বার করা বড় সহজ কাজ নয়।

পোর্ট পুলিশরা এসে হাজির হ'ল। মালপত্রের বাক্স খুলে' খুলে' সকলে সই করিয়ে নিতে লাগ্‌ল। যে যার মাল আগে দেখিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড বেঁধে গেল।

এমন সময় একজন তিব্বতী লামা তার আলখাল্লা ঝুলিয়ে ভীড়ের মাঝে এসে দাঁড়াল। তার মোট-ঘাট বিশেষ নাই। বড় বেতের ঝুড়িতে করা তার জিনিষপত্র নিয়ে সে পোর্ট পুলিশের সম্মুখীন হ'ল। পুলিশ তার মুখের দিকে চেয়েই মাল না দেখেই তাকে ছেড়ে দিলে। সে পিঠের উপর বেতের ঝুড়িটা ঝুলিয়ে জাহাজের দিকে চলে গেল।

দীপকের দৃষ্টি অনুসরণ করলে এই তিব্বতী লামাকে। এর হালচালের মধ্যে যেন একটা কৃত্রিমতা তার চোখে বড্ড ঠেক্‌লো। সে দেখ্‌লে যে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌বার সময় তিব্বতী লামা যাত্রীদের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল!

দীপক সিঁড়িতে ওঠ্‌বার সময় পকেট থেকে একজোড়া গোঁফ বার করে মুখে লাগিয়ে নিলে। এই গোঁফ লাগাবার জন্য তার চেহারা হুবহু বদ্‌লে গেল।

ডেকের উপর উঠেই পোয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "দীপকবাবু কোথায়?"

সদানন্দবাবু দীপকের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "তাইত'! সে ত' আমার পাশে পাশেই আস্‌ছিল, এরিমধ্যে গেল কোথায়?"

দীপক এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বল্‌লে, "আপনারা দীপকবাবুকে খুঁজ্‌ছেন? সে ঠিক এসে পড়্‌বে। তবে তার ছদ্মবেশের দরকার। কারণ সহস্রমুখো তাকে চেনে।"

গলার স্বরে পোয়ে ও সদানন্দবাবু তাকে চিনে ফেল্‌লেন এবং তার সহসা বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য তার উপস্থিত-বুদ্ধির তারিফ করে' জাহাজের ডেকে স্থান সংগ্রহের জন্য খোঁজাখুঁজি করতে লাগ্‌লেন।

ছয়

জনৈক ভদ্রলোক

রেঙ্গুনের কূল ছাড়িয়ে S. S. Golconda ধীরে ধীরে সাগরের বুকে ভেসে চল্‌লো। বর্ম্মার তটরেখা ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হ'য়ে মিলিয়ে এলো। রইল শুধু ধূ ধূ জলের দিগন্তপ্লাবী বিস্তার। দিক্‌চিহ্নহীন অকূলের মধ্যে জাহাজ চলতে লাগ্‌ল।

দীপক ডেকের উপর ঘুরে ঘুরে এতক্ষণ সমুদ্রের শোভা দেখছিল, এই বার তার দৃষ্টি ডেকযাত্রীদের উপর পড়্‌ল। নানাদেশের নানা বিচিত্র লোক জাহাজে এসে উঠেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত মুখ, অদ্ভুত বেশভূষা ও হালচাল তাদের। দীপকের কৌতূহল জেগে উঠ্‌লো!

দীপক দেখ্‌লে একধারে সেই বিষণ্ণ ইহুদীটা বসে বসে একটা চিঠি পড়ছে। সে ধীরে ধীরে শিস্‌ দিতে দিতে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ইহুদীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে তন্ময় হয়ে চিঠি পড়ছিল। পাশেই লেফাফাখানা পড়ে রয়েছে, তাতে ইংরাজীতে নাম লেখা "ইজিকিয়েল্‌ জেকব্‌"।

দীপক লোকটীকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার নাম ইজিকিয়েল্‌ জেকব্‌?"

লোকটা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কেমন করে জানলেন ?'

দীপক তাকে তাক লাগিয়ে দেবার মতলবে বল্‌লে, "মশাই, আমার ভবিষ্যৎ বাণী করবার ক্ষমতা আছে। আমি 'থট্ রীডিং' কালচার করি।"

ইহুদী উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্‌লে, "তাই নাকি! তা হ'লে আপনাকে আমি একটু বিরক্ত কর্‌ব—অবশ্য আমি আমার জিজ্ঞাসার জন্য কিছু ফিস্ দিতে পারব না। আমি একজন ফকির লোক—সিঙ্গাপুরে আমার ভাই একটা সিগারেট ফ্যাক্টরিতে কাজ করে—তার সেখানে কালাজ্বর হয়েছে—আপনি কি বলে দিতে পারেন তার এই অসুখ কতদিনে ভাল হ'বে ?" এই বলে ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিতে দীপকের দিকে চাইলে।

দীপক হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লো।

ইহুদী দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লে, "আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন —এ আপনার পক্ষে বড় নিষ্ঠুর কাজ।"

দীপক লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, "মশাই, ক্ষমা করবেন। আমি আপনার ভাইয়ের অসুখের জন্য হাসিনি। হেসেছি এই ভেবে যে আপনি আমাকে গণককার ঠাউরেছেন বলে। আসল কথা, আমি আপনার ঐ লেফাফাখানা দেখেই আপনার নাম জেনেছি —বাস্তবিক ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতা আমার নেই।"

ইহুদীটা নিজের বোকামির জন্য লজ্জিত হ'য়ে চিঠিটা

আবার খামের মধ্যে ভরে কোটের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল।

দীপক, "আচ্ছা বিদায়! আবার দেখা হবে—" বলে ডেকের অন্য ধারে চলে গেল।

ডেকের উপর রেলিং ধরে একটা রোগা ঢ্যাঙা মত লোক সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দীপক ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে মুখে নিয়ে দেশলাই জ্বালাবার জন্য কাঠি বার করতে লাগ্‌ল। দেশলাইয়ের শব্দে চমকে উঠে লোকটা চোস্ত ইংরাজীতে যা বল্‌লে তার মর্ম্ম এই—"দুনিয়ায় আমার পিছন ছাড়া কি সিগারেট ধরাবার আর জায়গা পাওনা? বাঙালী এমনিই অভদ্র বটে!"

দীপকের মেজাজ চড়ে গেল। সে ঠাস করে লোকটার গালে এক চড় মেরে বল্‌লে, "ডেকে গরু-ছাগলের মধ্যে এসেছিস কেনরে ভদ্রলোক? এত যদি ভদ্রতা জ্ঞান ত' কেবিন রিজার্ভ করতে পারিসনি!"

এতক্ষণ দীপক লোকটাকে ভাল করে দেখবার অবসর পায় নি। গালে চড় মারার সঙ্গে সঙ্গে দীপক চেয়ে দেখলে লোকটার দিকে। উঃ, কী ভীষণ কঠিন তার মুখ! রেখায় রেখায় নিষ্ঠুরতা যেন কুঁদে রাখা হ'য়েছে। দীর্ঘ রোমশ ভ্রূর নীচে ছোট ছোট কোটর-প্রবিষ্ট তীক্ষ্ণ চোখদুটোয় যেন তরোয়ালের শাণিত দীপ্তি। মোটা মোটা ঠোঁট্ দাঁত দিয়ে কামড়ে সে জামার আস্তিন গুটোতে লাগ্‌লো। চকিতে দীপক দেখলে

তার ডান হাতে উল্কির দাগে দু'জন বক্সার বক্সিং করছে এই ছবিটা আঁকা রয়েছে।

দীপক গুণ্ডা বা ডাকাত দেখে ডরাবার ছেলে নয়। শরীরকে লোহার মত শক্ত ভাবে গঠন করবার জন্য যত রকম কৃচ্ছ সাধন প্রয়োজন সে সবই করেছে। আত্মরক্ষার অস্ত্র আধুনিক জাপানী জুজুৎসু-বিদ্যা তার সম্পূর্ণ আয়ত্ব। সে মাথা ঠাণ্ডা করে লোকটার ঘুষির আঘাতের প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল।

আস্তিন গুটিয়ে নিয়েই দীপকের চোয়াল লক্ষ্য করে লোকটা প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত করলে। কিন্তু অদ্ভুত দীপকের শিক্ষা! বিদ্যুৎগতিতে সে মুষ্টি নিজের দুহাতের মধ্যে ধরে ডান পা লোকটার পিছনে দিয়ে এবং বাঁ হাতের উপরের ভাগ লোকটার দাড়ির নীচে দিয়ে সামান্য বল-প্রয়োগেই তাকে সশব্দে বিরাট শাল গাছের মতই ধরাশায়ী করে ফেল্‌লে।

দূর থেকে ব্যাপার দেখে পিল্ পিল্ করে লোক ছুটে এল। পরাজিত লোকটা তখন চীনা ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে আর গর্জ্জন করছে আর দীপকের দিকে রুখে আসতে চাইছে। কিন্তু জনৈক কাবুলি তাকে জড়িয়ে ধরে ঝগড়া থেকে নিরস্ত হ'তে বল্‌ছে।

কিছুক্ষণ বচসা এবং গোলমালের পর যে যার জায়গায় চলে গেল। দীপক অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে কাকার কাছে ফিরে এল।

পোয়ে বল্‌লে, "দীপকবাবু, জাহাজের মধ্যেই কুস্তী

লাগিয়ে দিয়েছিলেন শুন্‌লুম। জিতেছেন ভালই কিন্তু লোকটা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা ছাড়বে না।"

ঢ্যাঙা আইলিং

সদানন্দবাবু দীপকের মুখে সমস্ত কথা শুনে বল্‌লেন, "লোকটাকে নজরে রাখতে হ'বে।"

পোয়েকে দীপক জিজ্ঞাসা করলে যে সহস্র-মুখোর হাতে কোন উল্কির দাগ আছে কিনা। পোয়ে জানালে যে সহস্র-মুখো অত বোকা নয় যে তাকে চেনবার লক্ষণটাই নিজে সখ করে হাতে এঁকে রাখ্‌বে!

তখন দীপক সেই লোকটার হাতের উল্কির দাগের কথা পোয়েকে বলতেই পোয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো, "দীপকবাবু, এও কি সম্ভব! আমাদের দলের ঢ্যাঙা আইলিংএর হাতে এরকম উল্কির দাগ আছে। আচ্ছা আপনি সেই লোকটাকে দেখাতে পারেন?"

দীপক বল্‌লে, "খুব পারি! কিন্তু ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না। একই জাহাজে যখন চলেছি দেখাবার সুযোগ ঘট্‌বেই।"

দীপকের বড্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল। সে জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ করে' রেস্তোরাঁয় খাবার ব্যবস্থা করে সদানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পেট ভরে খেয়ে নিলে। তারপর সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। ডেকের ওপর আলো জ্বলে উঠ্‌লো। দীপক ও সদানন্দবাবু সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। জাহাজ চলার অবিরাম শব্দ সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব

করতে করতে দীপকের চোখ আবেশে ঢুলে এসেছিল, এমন সময় পোয়ে এক আতঙ্ক-মিশ্রিত স্বরে ডাকলে, "দীপকবাবু ?"

দীপক ধড়মড়্ করে উঠে বসে' বল্লে, "এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে পোয়ে ?"

পোয়ে সেখানে বসে পড়ে বললে, "গিয়েছিলাম ডেক-ভ্রমণে। কিন্তু খবর বড় সাঙ্ঘাতিক। দলের আরেকজন ভাগীদার জাহাজে এসেছে। জানিনা সে সহস্র-মুখোর সন্ধানে চলেছে না সহস্র-মুখোর সঙ্গে চলেছে। আপনি যার সঙ্গে লড়েছেন সেই লোকটাই। তখন উল্কির দাগের কথা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। ঐ লোকটাই আইলিং। আমাদের অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হ'বে। ঘুণাক্ষরেও যদি আমাদের সন্ধান আইলিং বা চাংলী পায় তা' হ'লে সিঙ্গাপুর পৌঁছবার আগেই আমাদের পরলোকে পৌঁছে দেবে ওরা।"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "পোয়ে, তুমি ত সমুদ্রে জলদস্যুগিরি করে বেড়িয়েছ—তবে অত ভয় কিসের তোমার ? সবচেয়ে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র কি জানো ?"

পোয়ে বিমূঢ় ভাবে সদানন্দবাবুর দিকে তাকাল।

সদানন্দবাবু বল্লেন, "বুদ্ধি—বুঝলে, বুদ্ধি! বুক ফুলিয়ে বেড়াও। কোন ভয় নেই! তবে তোমায় না চিনে ফেলে।"

সাত

নিশাচর ডালকুত্তা

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত পোয়ে অনুভব করলে কী যেন একটা জন্তু তার মুখ শুঁক্‌ছে। জন্তুটার খোঁচা-খোঁচা গোঁফ তার মুখে এসে লাগছে। সেই সুড়সুড়িতে জেগে দেখ্‌লে দুটো ভাঁটার মত চোখ এবং বদ্‌খদ্‌ চেহারার একটা মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘুমের ঘোর তখনো কিছু অবশিষ্ট থাকায় পোয়ের বুঝতে একটু দেরী হ'ল যে জন্তুটা একটা বুলডগ্‌। যেই সে বুঝতে পারলে অমনি ধড়মড় করে উঠে বস্‌লো এবং কুকুরটাকে লক্ষ্য করে নিজের হাতের কাছের একটা সিগারেটের টিন ছুঁড়ে মারলে। কিন্তু একটা চাপা গর্জ্জন করে কুকুরটা যেন ডেক থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো।

পোয়ে ছুটে গেল ডেকের ধারে। টর্চ্চ ফেলে সমুদ্রে অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লো কিন্তু বিপুল জল-আলোড়নে কালো ঢেউয়ের ফেনা ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়লো না। সে হতাশ ভাবে ফিরে এল।

সদানন্দবাবুর ভাল ঘুম হচ্ছিল না। তিনি যখন এপাশ ফিরলেন তখন দেখলেন পোয়ে ডেকের রেলিংএর দিকে

দৌড়চ্ছে। ফিরে আসতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি ?"

পোয়ে সব ব্যাপার খুলে বল্‌লে। সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভুলটুল হয়নি ত'—স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে হয়ত ?"

পোয়ে ডেকের উপর বিছানো চাদরে কুকুরের পায়ের ছাপ দেখালো। তখন সদানন্দবাবু বললেন, "কিন্তু কুকুরটা গেল কোন্ দিকে ? সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বল্‌ছ ? তাই বা কি করে সম্ভব হ'বে ? দিক-চিহ্নহীন সমুদ্রে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে কুকুরটাই বা পড়বে কেন ? সেতো ডেকের মধ্যেই এদিকে ওদিকে যেতে পারতো !"

তিনি চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।

সে রাতে আর কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘট্‌লো না। সকালে উঠে দীপক নিশাচর ডালকুত্তার কথা শুনে বল্‌লে, "কাকা, গোয়েন্দা কুকুর বলে একজাতীয় কুকুর আছে জানেন বোধ হয়। আমেরিকান ডিটেক্‌টিভ্‌রা অনেক সময় এই জাতীয় কুকুরকে দিয়ে খুনীর সন্ধান করে। আমার বোধ হয় এ কুকুর চাংলীর। সে সন্ধান করছে তার দলের লোকের মধ্যে কে বা কারা জাহাজে তাকে অনুসরণ করছে।"

সদানন্দবাবু বল্‌লেন, "অসম্ভব নয়, তোমার কথায় কিছুটা সত্য নিশ্চয়ই আছে।"

দীপক সকালের চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। যাবার সময় দেখ্‌লে ইহুদীটা তার জিনিষপত্র গোছাচ্ছে আর

হিব্রুভাষায় আপন মনেই কি সব বল্‌ছে। দীপক জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যালো মিষ্টার জেকব্, তোমার খবর কি?"

ইহুদীটা বল্লে, "আর মশাই, কাল রাতে যখন ঘুমুচ্ছিলাম কোথা থেকে একটা কুকুর এসে আমার চামড়ার সুটকেশটা আঁচড়ে, জিনিষপত্র ছিঁড়ে-কুটে দিয়ে গিয়েছে। জাহাজে কুকুর নিয়ে উঠে তাকে এমনি ভাবে রেখে দেবার নিয়ম নেই ত!"

দীপক বল্লে, "আমার চাকরটাকেও কুকুরটা বিরক্ত করে গেছে। আমি কাপ্তেনকে এ বিষয়ে জানাতে যাচ্ছি। কুকুরের মালিককে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।"

দীপক যখন কাপ্তেনকে কুকুরের কথা বল্‌লে তখন কাপ্তেন আকাশ থেকে পড়লো—"অসম্ভব! আমার যাত্রীদের ত' কারো কুকুর নেই! তবে কেউ যদি লুকিয়ে কুকুর এনে থাকে। আচ্ছা আমি খোঁজ কর্‌ছি।"

কিন্তু সারাদিন খোঁজ করেও জাহাজে কুকুরের সন্ধান মিল্‌ল না। নিশাচর ডালকুত্তার ব্যাপারটা রহস্যজনক বলে সকলের মনে হতে লাগ্‌ল। একি ভেল্কি না যাদু!

রাত্রের জন্য দীপক, সদানন্দবাবু ও পোয়ে প্রস্তুত হ'য়ে রইলেন। ডালকুত্তা যে রাত্রে আবার দেখা দেবে সে বিষয়ে তাঁদের কোন সন্দেহ রইল না। গভীর রাত্রে ডেকের উপর দূরে একটা ছায়া দেখা গেল। তারপরই সেই জ্বলন্ত চোখ আর হিংস্রদর্শন কুকুরটাকে চোরের মত মৃদু পদক্ষেপে এগুতে দেখা গেল। সদানন্দবাবু পিস্তল বার করে সহসা কুকুরটাকে লক্ষ্য

করে ফায়ার করলেন। সোঁ করে একটা শব্দ করেই কুকুরটা ডেকের রেলিং টপ্‌কে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

পিস্তলের শব্দে লোক জমে গেল। সদানন্দবাবু বল্‌লেন, "কুকুরটা আবার এসেছিল। তাকে ঘায়েল করবার জন্য গুলি করেছি, কিন্তু সেটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।"

কাপ্তেন ঘটনাস্থলে এসে সমস্ত শুনে বললেন, "ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই মনে হ'চ্ছে। এমন ব্যাপার মাঝে মাঝে হয়। এ জাহাজেই কিছুদিন পূর্ব্বে একজন প্রেতাত্মাকে মধ্যরাত্রে কাপ্তেনের কাজ করতে দেখা যেত। তিনি জাহাজে ঘুরে ঘুরে সব দেখতেন কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। প্রথমে খালাসীরা তাকেই কাপ্তেন বলে ভুল করে। তারপর মনে করে কোন ষ্টো-অ্যাওয়ে যাত্রী বিনা-টিকিটে লুকিয়ে ভ্রমণ করছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় সে একজন পূর্ব্বতন কাপ্তেনের প্রেতাত্মা। আত্মহত্যা করে মারা যাবার পর থেকে সে অনেক দিন জাহাজের মায়া কাটাতে পারেনি।"

কাপ্তেনের বক্তৃতা শেষ হ'লে তিনি চলে গেলেন। সদানন্দবাবু মৃদু হেসে বললেন, "দীপক, এই সাহেবরাই আমাদের কত কুসংস্কার নিয়ে ঠাট্টা করে, আর নিজেরাও এই সব মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। দেখছ ত ব্যাপার!"

দীপক বল্লে, "ভূত-প্রেত বিশ্বাস করলেও আমার দৃঢ় ধারণা এই ডালকুত্তার ব্যাপারটা ভৌতিক নয়। এর মধ্যে শত্রুর কারসাজি আছে।"

পোয়ে বল্লে, "ধড়িবাজ চাংলী কত ফন্দিই জানে!"

আট

মৃত্যুদূত

পরের দিনের জন্য বিস্তর উত্তেজনা জমা হয়ে ছিল। ভোর থেকেই দলে দলে লোক ডেকের নির্দ্দিষ্ট এক দিকে ছুটে চলতে লাগলো। দীপক সবে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকালের সুখকর চায়ের পেয়ালার কথা ভাবছে, এমন সময় হন্তদন্ত হ'য়ে পোয়ে ছুটে এলো, "দীপকবাবু, দীপকবাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আইলিং খুন হয়েছে! সেই নিশাচর ডালকুত্তারই কাজ। কুত্তাটা আইলিংকে কামড়ে কামড়ে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে' ফেলেছে। রক্তে জায়গাটা লাল ডগ্‌ডগে হ'য়ে উঠেছে। তার দেহ থেকে খাবলা খাবলা করে' মাংস কেটে নিয়ে তাকে এমন কুৎসিত কদর্য্য করে' ফেলেছে যে, তার দিকে তাকাতে অতিবড় সাহসীরও বুক কাঁপে।"

সদানন্দবাবু সুটকেশের উপর বসে' বর্ম্মী সিগার টানছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "কী সর্ব্বনাশ! খুনে কুকুরটা—খুনে কুকুরটা—" তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বার হ'ল না।

পোয়ে নিজের বিপদের কথা স্মরণ করে শিউরে উঠে বললে, "বাপ্‌রে! কাল যদি ঠিক সময়ে আমার ঘুম না ভাঙ্‌ত তাহলে আমার অবস্থাও ঐ রকমই হ'ত!"

দীপক বলে উঠ্‌লো, "কাকাবাবু, এ সহস্রমুখোর প্রেরিত মৃত্যুদূত। সে বেটা এই জাহাজেই কোন-না-কোন ছদ্মবেশে আছেই আছে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "আমিও গোড়া থেকেই ঐ রকম একটা সিদ্ধান্ত করে রেখেছি। চাংলী গুপ্তধনের ভাগীদারদের একে একে শেষ করে নিজের পথ সাফ করছে। সে বেটা ফন্দি-ফিকিরের সম্রাট্।"

দীপক বললে, "চলুন কাকা, ডেকের ওদিকে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসা যাক্।"

পোয়ে সভয়ে বলে উঠ্‌লো, "ওরে বাবাঃ! আমি যাচ্ছিনা। যেতে হয় আপনারা যান্।"

সদানন্দবাবু ও দীপক চললো আইলিংএর লাস দেখতে। ডেকের একদিকে একটা সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধনগ্ন আইলিংএর কদর্য্য লাস পড়ে' রয়েছে। শেয়ালে বা শকুনে শ্মশানের মড়া খুবলে খেলে তার চেহারা যেমন হয় এ চেহারাও ঠিক তেমনি। একদল লোক ভীড় করে' সেই বীভৎস দৃশ্য দেখছে এবং ভয়-সূচক নানা মন্তব্য করছে।

এই সময়ে কাপ্তেনের স্থূল দেহ এবং জাহাজের মেট্ ও ডাক্তারের সোলার হ্যাট্ দেখা গেল। জনতা দুভাগ হ'য়ে তাঁদের জন্য পথ করে দিলে।

মেট্ কাপ্তেনকে ব্যাপারটা তার যতদূর জানা ছিল জানালে। সে মধ্যরাত্রে দু'বার দুটো আর্ত্ত চীৎকার শুনে

সহস্রমুখোর প্রেরিত মৃত্যুদূত
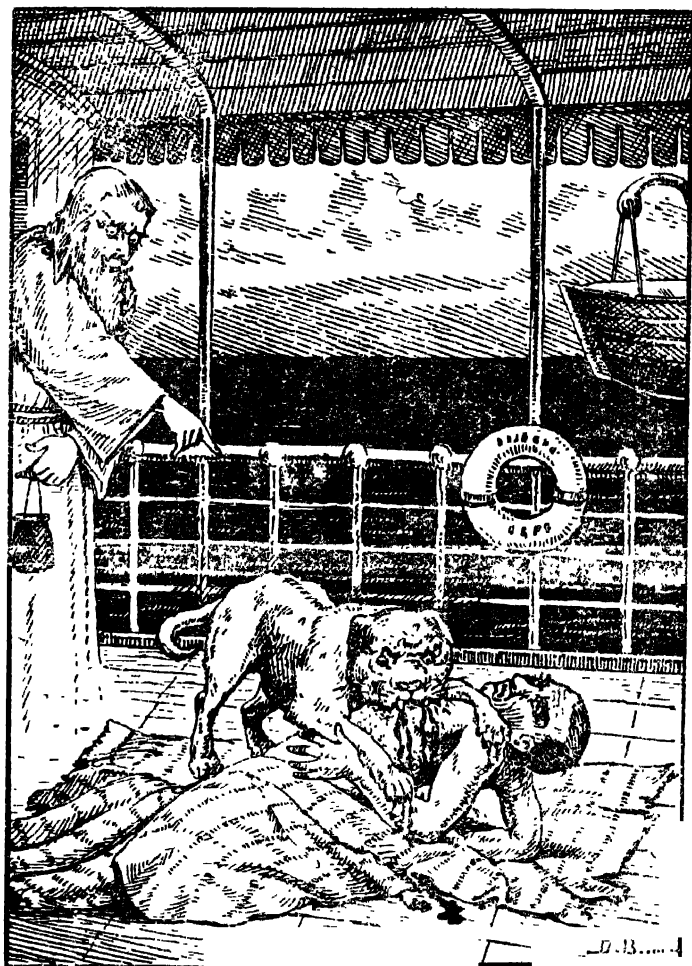
ডেকের উপর ছুটে আসে কিন্তু কিছুই দেখতে না পেয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে যায়।

ডাক্তার জিভার্ট কাপ্তেনের হুকুম নিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা সুরু করলেন। ইতিমধ্যে কাপ্তেনের সঙ্গে সদানন্দবাবু ও দীপকের দেখা হ'য়ে গেল। কাপ্তেন গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখো সিনিয়ার চৌধুরী, তোমার ভাইপো জুনিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে গত সন্ধ্যায় মৃত লোকটার একটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। সুতরাং আইনের চক্ষে তোমার ভাইপো-ই কিন্তু প্রথম সন্দেহ-জনক ব্যক্তি।"

দীপকের মুখ ভয়ে পাংশু হ'য়ে গেল। তার গলা শুকিয়ে এল। সে শুকনো গলায় বল্লে, "আ—আ—মি, আ—মি—হত্যাকারী? আপনি বলছেন কিং কাপ্তেন?"

কাপ্তেন বললেন, "আমি কিছুই বলছিনা—আইন এই বলে এবং সাধারণ বুদ্ধিও ঐ কথাই বলে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "তারা যা খুসি বলতে পারে কিন্তু প্রমাণ চাই ত? তাদের বক্তব্য তারা প্রমাণ করুক। তা' ছাড়া যে নিশাচর ডালকুত্তাটার কথা আমরা পূর্ব্বেই আপনাকে জানিয়েছি সেটাকে ডেকের অনেকেই দেখেছে তার রহস্য আগে মীমাংসা করুন, তারপর অন্য কথা। এ খুন ঐ ডালকুত্তার দ্বারাই ঘটেছে সুতরাং ডালকুত্তার মালিককে খুঁজে বার না করলে এ বিষয়ে অন্য কথা চলতে পারে না।"

ডাঃ জিভার্ট ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হ'লেন, "ঠিক কথা

বলেছেন মিঃ চৌধুরী। এ খুন কোন কুকুরের দ্বারা হয়েছে। অবশ্য শিক্ষিত কুকুর দ্বারা এবং এর মধ্যে কোন কূট রহস্য রয়েছে। যা' হোক্, কাল জাহাজ সিঙ্গাপুর না পৌছান পর্য্যন্ত এর কোন মীমাংসাই সম্ভবপর নয়। এখন মৃতদেহ চাদর ঢাকা দিয়ে ফেলুন। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।"

শুষ্কমুখে সদানন্দবাবু দীপকের হাত ধরে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একটা রেলিংএর ধারে দাঁড়ালেন। কালো জল দিগন্ত ভাসিয়ে আপনার শূন্যতায় হা হা করছে। দিক্-চিহ্নহীন অকূল মহাসাগরে ধীরে ধীরে জল আলোড়িত করে' জাহাজ গন্তব্য স্থান অভিমুখে ছুটে চলেছে।

সদানন্দবাবু আপন মনেই বলতে লাগলেন, "শুকনো ঝঞ্ঝাট কুড়োনো তোমার স্বভাব দীপক—দেখ দেখি কী ভীষণ জালে আমরা জড়িয়ে পড়লুম!" তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "আর তোমারই বা দোষ দেব কি? আমরা এখন ভাগ্যের ক্রীড়ণক। সামান্য একটা কন্‌ফুশি মুর্ত্তি কিনে যে এমনি করে আমাদের ক্রমে ক্রমে একটা মরীচিকার পিছনে ছুটতে হ'বে তাই বা কে ভেবেছিল! জাপানী সাহেবের কছা থেকে কন্‌ফুশি মুর্ত্তি কেনা, তারপর কা-মিনের আবির্ভাব—তারপর তোমার শয়নকক্ষে সহস্র-মুখো চাংলীর প্রবেশ ও কন্‌ফুশির জঠর থেকে গুপ্তধনের ভূতুড়ে দ্বীপের নক্সার অর্দ্ধেক অপহরণ—তারপর কা-মিনের কথায় সেই ভূতুড়ে দ্বীপের সন্ধানে অদৃশ্য চাংলীর পিছু পিছু ধাওয়া করা—এসব যে ভীষণ

নাটুকে ব্যাপার! ভগবানের অদৃশ্য হাতের বিনা ইঙ্গিতে কি এসব হয়! তাঁরই দয়ায় উদ্ধার পাব—ভয় নেই দীপক, সাহসে বুক বাঁধো।"

দীপক এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কি ভাবছিল। কাকার কথা শেষ হ'তেই সে বলে' উঠ্‌লো, "কাকা, ডেকের উপর কুকুরের পায়ের আঁচড় লক্ষ্য করেছেন? একটা জায়গায় সেই আঁচড় অত্যন্ত অধিক। আমার বিশ্বাস চাংলী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে অনবরত লেলিয়ে দিয়েছে। সে প্রত্যেক বার আক্রমণ করে ছুটে তার কাছে ফিরে এসেছে, আবার সে তাকে আইলিংএর দিকে লেলিয়ে দিয়েছে। এমনি করে সে লোকটাকে হত্যা করেছে।"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "সে ত' বুঝলাম। কিন্তু কি করে এত লোককে ফাঁকি দিয়ে, পোর্টপুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চাংলী কুকুর জাহাজে ওঠালে এবং কী কৌশলে তাকে লুকিয়ে রেখেছে এইটাই এখনো আমি বুঝছি না।"

"অত্যন্ত সোজা কথা", দীপক বলে উঠলো, "কাকা, সিঙ্গাপুরের বন্দরে আমি চাংলীকে ধরে' ফেলবো। দেখবেন কাকা, নিশ্চয়ই আমি জাহাজ-ঘাটায় তাকে ধরবো।"

ওদিকে জাহাজে খুনের তদন্ত লেগে গেছে। প্রত্যেক যাত্রীর বাক্স-প্যাঁটরা খুলে খালাসীরা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করছে। স্বয়ং কাপ্তেন দাঁড়িয়ে সব করাচ্ছেন—সে এক হুলুস্থূল ব্যাপার। এমনি চললো সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিন্তু কোন

নিদর্শন মিললো না। ডালকুত্তার লেজের ডগারও সন্ধান করা গেল না।

কাপ্তেন শুষ্কমুখে ডেকের উপর ঘুরতে ঘুরতে সদানন্দবাবুর কাছে এলেন, "হ্যালো মিষ্টার চৌটুরী, ব্যাপার ত' বড়ই গুরুতর দেখছি। জাহাজের কাপ্তেন হওয়ার মত ঝকমারি ব্যাপার কি আর কিছু আছে? কাল সিঙ্গাপুরে হুলুস্থূল বেধে যাবে—জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'বে আমার। তারপর চাকরি থাকে কিনা তাও সন্দেহ!"

একটু একটু করে' দিনের আলো নিভে এলো। সূয্যিঠাকুর ডুব মারলেন সাগরের পশ্চিম দিগন্তে। কালো অন্ধকার ছেয়ে ফেললো আকাশ আর সমুদ্রকে। সমস্তটা যেন একটা দুর্ভেদ্য নিরেট কষ্টিপাথর। ডেকের আলো জ্বলে উঠলো।

পোয়ে সদানন্দবাবুকে বললে, "আজ সারা রাত জাগ্‌তে হ'বে। আজ ঘুমুলেই কালনিদ্রা। ডালকুত্তা আজও দেখা দিতে পারে। চাংলীর কাজ অত্যন্ত নিখুঁত। সে আমাদের মত লোককে বাঁচিয়ে রেখে নিজের ঝঞ্ঝাট বাড়াবে না। মনে রাখবেন।"

সদানন্দবাবু মৃদু হেসে বললেন, "সেত' বুঝলাম। কিন্তু আমরা ত' তার গুপ্তধনের নায্য ভাগীদার নই। তুমিই তার নায্য ভাগীদার। কাজেই সাবধান হ'তে হ'বে তোমাকেই বিশেষ করে।"

পোয়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। সে বললে, "এই

কি আপনাদের মত শিক্ষিত লোকের কথা হ'ল। আমাকে সাহস দিয়ে অকূলে ভাসিয়ে আজ যদি আপনারা বেঁকে দাঁড়ান ত' আমি অবশ্য নাচার। কিন্তু চাংলীও মানুষ আমিও মানুষ। একবার মরণ-খেলা দেখাতে ছাড়বো না।" এই বলে' সে তার কোটের বোতাম খুলে দেখালে যে তার বেল্টের নীচে দু'টো ভোজালী গোঁজা রয়েছে।

দীপক বলে উঠলো, "সাবাস্ পোয়ে! এই ত' চাই। তুমি তা' হলে পারবে দেখছি!"

নয়

মধ্যরাত্রের বিভীষিকা

মাঝ রাতের কাছাকাছি হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও গর্জ্জন করতে আরম্ভ করলে। জাহাজটা মোচার খোলার মত মাঝ-সমুদ্রে একবার এপাশে একবার ওপাশে কাত হ'তে লাগল, কখনো বা সামনে পিছনে দুলতে লাগল। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ছুটোছুটি জুড়ে দিলে। তারপরই সুরু হ'ল বারিবর্ষণ। ডেকের উপর হুটোপুটি বেধে গেল। বাক্স বিছানা টানাটানি, চেঁচামেচি, হৈ হৈ—সে এক মহামারি কাণ্ড! কেউ কেউ জাহাজের খোলের ভিতর আশ্রয় নিলে। ঘণ্টাদু'য়েকের জন্যে সিন্ধু যেন ক্রুদ্ধ হুহুঙ্কারে আর বজ্রের অট্টহাস্যে উন্মত্ত নর্ত্তন জুড়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রকৃতি আবার শান্তভাব ধারণ করলে। শীতের হাওয়া হু-হু করে বইতে লাগলো।

সদানন্দবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্লেন। দীপক অনেকক্ষণ হ'ল ঘুমিয়েছে। কিন্তু ঘুম নাই শুধু পোয়ের চক্ষে। সে জেগে জেগে নানা দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলো।

সহসা ওকি! ডেকের রেলিং ধরে এক বিরাট্ ছায়ামূর্ত্তি। পোয়ের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমতে লাগল। সে আস্তে আস্তে পকেট থেকে

রিভল্‌বার বার করলে এবং হাতের মুঠি ঘুরিয়ে লক্ষ্য স্থির করলে। অসাড় নিস্পন্দভাবে শুয়ে শুয়ে চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে' সে ছায়ামুর্ত্তির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। অনেকক্ষণ ঠিক একভাবে ছায়ামুর্ত্তিটা দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই একটা চাপা শিস্‌ দেওয়ার শব্দ হ'ল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দেখা গেল কালো পুঁটুলির মত কি একটা জড়সড় ভাবে তার পায়ের কাছে এসে গড়িয়ে পড়ল। সেই পুঁটুলির মধ্যথেকে দুটো জ্বলন্ত ভাঁটার মত চোখ ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে পোয়ের দিকে তাকাতে লাগল।

পোয়ের মাথার মধ্যে তখন দপ্‌ দপ্‌ করছে—বুকে জোরে হাতুড়ি পেটাচ্ছে—সে মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝে নিলে যে কালো পুঁটুলিটাই সেই খুনে ডালকুত্তা এবং ছায়ামুর্ত্তিটা তার মনিব সহস্র-মুখো চাংলী। সে রিভল্‌বার উঁচিয়ে ফায়ার করলে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামুর্ত্তি এবং সেই কালো পুঁটুলিটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সদানন্দবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন, "কি ব্যাপার পোয়ে?"

পোয়ে বললে, "সেই পুরাণো ব্যাপার। কুকুর আর তার মনিবকে দেখে আমি ফায়ার করেছিলাম, কিন্তু দুটোই অদৃশ্য হয়েছে!"

সদানন্দবাবু বললেন, "সাহস বটে এই সহস্র-মুখোর! আজ রাত্রেও সে তার চক্রান্ত সিদ্ধ করতে এসেছিল! যাহোক্‌, এসো বাকি রাতটুকু জেগে কাটানো যাক্‌। রাত আর বেশী নেই। জাহাজও বন্দরের কাছাকাছি এসে গেছে। কাল

বেলা দশটা নাগাৎ আমরা সিঙ্গাপুর পৌঁছাব। দীপক আমাকে বলে রেখেছে যে সিঙ্গাপুরের বন্দরে সে সহস্র-মুখো ও তার ডালকুত্তাকে ধরে ফেলবে। দেখা যাক্ তার কেরামতি।"

পোয়ে বললে, "দীপকবাবুকে একবার জাগাতে হ'বে।" এই বলে' সে দীপকের বিছানার কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে চমকে উঠলো, খালি কম্বল পড়ে রয়েছে। দীপক তার শয্যায় নেই। পোয়ে অস্ফুটস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।

সদানন্দবাবু সাশ্চর্য্যে বলে উঠ্‌লেন, "ওকি ?"

পোয়ে বললে, "দীপকবাবু বিছানায় নেই। খালি কম্বল পড়ে রয়েছে।"

সদানন্দবাবু সভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "সে কি ? ছেলেটা গেল কোথায় !"

সদানন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ-চোখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ, "হায় হায়, ছেলেটা বোধ হয় সহস্র-মুখো চাংলীর খপ্পরে পড়েছে !"

পোয়েও উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই ইঞ্জিনঘরের দিক থেকে দীপককে সেদিকে আসতে দেখা গেল।

সদানন্দবাবু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে এই রাত দুপুরে ? ওঃ যা ভাবনা হ'য়েছিল আমার !"

দীপক বললে, "বলবার সময় পেলুম কোথায় কাকা ? আমি গেছিলাম সহস্র-মুখোর সন্ধানে। আমার সন্দেহই ঠিক।

সহস্র-মুখো চাংলী যে কে আর তার ডালকুত্তাটা আছে কোথায় তা আমি জানি। কাল সকালে আমি কাপ্তেনকে বলে' ওকে ধরিয়ে দেব। এবার আর চালাকি নয়—বামাল সমেত গ্রেপ্তার করব ওকে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "কি দেখেছ তুমি? সব খুলে বল দেখি! তাই যদি হয়, কাল সকালের জন্য অপেক্ষা কেন, এখনি খুনে শয়তানটাকে ধরিয়ে দিইগে চলো।"

দীপক বললে, "পোয়ে যখন ছায়ামূর্ত্তি দেখে, তার খানিক আগেই ডেকের ওধার দিয়ে একটা কালো লোমের পুঁটুলি সুট্ করে চলে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ে তার পিছু নিই। ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াই ইঞ্জিনঘরের পাশে দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমি সব ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম। কুকুরটা এসে তার পায়ের কাছে দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গেই সে এদিকে এগুতে থাকে এবং রেলিং ধরে ওই ওখানে দাঁড়ায়। তারপর পোয়ে সমস্ত জানে। পোয়ের গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটা এসে তার স্বস্থানে আশ্রয় নেয়। তারপর চাংলী এসে তার পাশে বসে পড়ে' ভাল মানুষটীর মত।"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "তা' হ'লে আর দেরী কেন? আজই কাপ্তেনকে বলে ধরিয়ে দাও। ওরকম হিংস্র প্রকৃতির লোককে বেশীদূর এগুতে দেওয়া বিপজ্জনক। ধরো আজ যদি পোয়ে বেহুঁস হ'য়ে ঘুমোতো তা'হলে খুনে কুকুরটা ত' তার অবস্থাও ঠিক আইলিংএর মত করতো।"

সদানন্দবাবু ও দীপক চল্লেন কাপ্তেনের ঘরের দিকে। রাত তখন বেশী নেই। পূর্ব্বাকাশে একটা আবছা আলোর আমেজ দেখা দিয়েছে। শীতের হাওয়া বইছে হু হু করে'।

কাপ্তেনকে সব কথা খুলে বল্‌তে তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। মেট্‌কে ডেকে পাঠালেন এবং দীপকের সঙ্গে আসামীর সন্ধানে অগ্রসর হলেন। ডেকের অন্ধকার একটা জায়গায় এসে দীপক একটা লোককে দেখিয়ে দিয়ে কাপ্তেনকে বল্লে, "ওই সেই।" কাপ্তেন লোকটার কাঁধে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কসিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "উঠে দাঁড়া শয়তান!"

কাপ্তেনের থাপ্পড় খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। তারপর গজ্ গজ্ করতে করতে উঠে দাঁড়াল। দীপক আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লে লোকটা সেই ইহুদী ইজিকিয়েল্ জেকব—যে তার অসুস্থ ভাইকে দেখ্‌তে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে।

দীপক লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে যে তিব্বতী লামাটা ছিল সে গেল কোথায়?"

ইজিকিয়েল্ ইনিয়ে বিনিয়ে বল্‌লে, "সে কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে উঠে গেছে।"

তৎক্ষণাৎ কাপ্তেনের আদেশে জাহাজে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে' গেল। খালাসীরা সমস্ত জাহাজ আঁতি পাঁতি করে' খুঁজেও কিন্তু তিব্বতী লামার সন্ধান পেল না।

হতাশ ভাবে দীপক বল্লে, "তাইত' লোকটা কি যাদু জানে? এরি মধ্যে পালালো কোথা?"

পোয়ে বললে, "সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।"

সদানন্দবাবু বললেন, "পাগল আর কি! এখান থেকে তীর যে অনেক দূর—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ডাকাতটা এমনি করে ঝাঁপ দেবে? এও কি সম্ভব মনে কর তুমি?"

পোয়ে বললে, "সম্ভব অসম্ভবের কথা ছাড়ুন। চাংলীর মত দুঃসাহসী কল্পনার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তার অসাধ্য কিছুই নাই।"

কাপ্তেন নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলেন।

লজ্জায় দীপক মাথা নীচু করলে।

সিঙ্গাপুরের বন্দর দেখা দিয়েছে। খালাসীদের মধ্যে কর্ম্ম-ব্যস্ততা—যাত্রীদের বোঁচকা-বুঁচকী বাঁধা-ছাঁদা—কাপ্তেনের বাইরে এসে দাঁড়ান—দূরে বন্দরে লোকজনের ভীড়—সব জড়িয়ে বেশ একটা ছন্দোময় পরিণতি।

কিন্তু দীপক, সদানন্দবাবু এবং পোয়ের মনে উত্তেজনার মুহুর্মুহু আবির্ভাব হ'তে লাগল। কে জানে তাদের কপালে কি আছে! খুন নিয়ে তদন্তের প্রথম ঝাপ্‌টা ত' তাদের ওপরই পড়বে।

দশ

ভূতুড়ে ঝুড়ির নাচ

সহসা কয়েকজন যাত্রী ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। তারপরই তারা হেসে উঠ্‌লো। খালাসীরা ছুটে এল। দেখা গেল একটা বেতের ঝুড়ি ডেকের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে লাফাতে লাফাতে চলেছে। এ যেন যাদুকরের দেখানো শূন্যে আংটীর নাচ!

দীপক দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে জনতাকে সরে দাঁড়াতে হুকুম করলে। তারপর পোয়েকে বল্‌লে, "কাপ্তেনকে এখানে ডাকো।"

পোয়ের সঙ্গে মোটা কাপ্তেন ঘটনা-স্থলে এসে ভূতুড়ে ঝুড়ির নাচ দেখে বললে, "ব্যাপার কি?"

দীপক বললে, "এই সেই তিব্বতী লামার বেতের ঝুড়ি, এর মধ্যেই ডালকুত্তাটা বন্দী আছে। সে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে বলেই বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ঝুড়িটা আপনাআপনি নাচছে।"

ইতিমধ্যে কুকুরটা লাফাতে লাফাতে ইঞ্জিনঘরের কাছে এসে পড়লো। তারপর সেখানে ধাক্কা লেগে বেতের ঝুড়ির ঢাক্‌না খুলে গেল। সঙ্গেসঙ্গেই ভাঁটার মত রক্তচক্ষু একটা ডালকুত্তা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়লো।

"এই সেই সর্ব্বনেশে খুনে নিশাচর ডালকুত্তা" বলতে বলতে যাত্রীরা যে যেদিকে পারলে ছুট্ লাগালো।

কাপ্তেন পিস্তলের এক গুলিতে কুকুরটার ভবলীলা শেষ করে দিলেন।

এতক্ষণে জাহাজ বন্দরে এসে ভীড়্ল। কাপ্তেন আগে নেমে গিয়ে পোর্টপুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলেন তারপর সমস্ত যাত্রীদের পুলিশ পাহারায় এক এক করে নামিয়ে নিয়ে একটা জায়গায় বন্দী করা হ'ল। দীপক, সদানন্দবাবু ও পোয়েও সেখানে আটক রইলেন।

সিঙ্গাপুরের পুলিশ কমিশনার স্বয়ং তদন্তে এলেন। আর এলেন ডিটেকটিভ্ মিষ্টার ব্যালফোর। তিনি সমস্ত জাহাজ প্রায় আট ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করলেন এবং দীপক ও সদানন্দ চৌধুরীর নিকট থেকে প্রশ্ন করে সমস্ত ব্যাপার একে একে শুনে নিলেন।

ডিটেকটিভ মিষ্টার ব্যাল্ফোর ঝুড়িটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখ্লেন একটা খাম গোঁজা রয়েছে তা'তে। তিনি তাড়াতাড়ি খামটা তুলে নিলেন।

সাধারণ একখানা চৌকো খাম। তার উপরে একটা জলদস্যুর জাঙ্ক্ আঁকা। তার নীচে লেখা—"ডিটেকটিভ ব্যাল্ফোরকে" খামের মধ্যে একখানা চিঠি। তাতে জড়ানো জড়ানো ইংরাজীতে যা লেখা তার তাৎপর্য্য—

"আবার আমি সিঙ্গাপুরে এসেছি। মিষ্টার ব্যাল্ফোর্,

একবার তুমি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চেষ্টা করেছ, আমি তোমাকে নিষ্ফল করেছি।

তুমি আবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারো।

সহস্র-মুখো শয়তান
মৃত্যুঞ্জয়ী চাংলী!"

ডিটেক্‌টিভ্‌ মিঃ ব্যালফোর

চিঠিখানা পড়ে ডিটেকটিভের মুখ শুকিয়ে গেল। সহস্র-মুখোর বন্দী হ'য়ে একবার সে মরতে মরতে বেঁচে গেছিল শুধু চাংলীর একজন দলের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল ব'লে। কিন্তু এবার? এবার হয়ত সে চাংলীর প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে যাবে। মরণজয়ী ডাকাতটা বেঁচে থাকতে তার জীবনে সুখের আশা অল্পই। তবুও সাহসে ভর করে' সে যাত্রীদের খানাতল্লাসী পর্ব্বটা শেষ করে সকলকে মুক্তি দিলে।

আটঘণ্টার পর দীপক, সদানন্দবাবু ও পোয়ে মুক্তি পেল। শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে, অবসন্ন মনে তারা সিঙ্গাপুরের Grand National Hotel-এ একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে এসে উঠলো।

এগারো

তাও-দের দেবমন্দিরে

কনফুশি মূর্ত্তির মধ্যে ভূতুড়ে দ্বীপের ম্যাপের অর্দ্ধাংশ লুকিয়ে-রেখে চিনফু খুশীমনে চীন যাত্রা করল দ্বিতীয়ার্দ্ধের সন্ধানে। তার মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগেনি যে দলের কেউ ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়ে জাপানী কিউরিও-ব্যবসায়ীর নিকট কনফুশি মূর্ত্তির জন্য হানা দেবে—বা জাপানীটা শেষ পর্য্যন্ত ভড়কে গিয়ে পরের বন্ধকী সম্পত্তি বেচে ফেলবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক রকম, আর ঘটনার স্রোত তাকে ঘুরিয়ে করে ফেলে অন্য রকম।

চিনফু এসবের কিছুই জানল না। সে তাওদের দেব-মন্দিরের বাইরের চত্তরে কাণা ভিখিরী সেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে ভিক্ষা করত আর আড় চোখে চোখে পুরোহিতের অন্যমনস্কতার সুযোগ খুঁজ্‌তে। কিন্তু সুযোগ বুঝি আর উপস্থিত হয় না।

একদিন সহসা কি একটা চীনা পর্ব্ব উপলক্ষে পুরোহিতের নেমন্তন্ন হ'ল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে। সে তার মন্দিরের ভার তার একজন তরুণ শিষ্যের উপর দিয়ে বোচ্‌কা কাঁধে বেরিয়ে পড়্‌ল দূরের গ্রামের উদ্দেশে। নিশ্চিন্ত মনেই সে যাত্রা করল। কারণ, সে জান্‌ত যে সে ছাড়া আর চাংলীর দলের লোক ছাড়া

আর কেহই জানে না কোথায় ভূতুড়ে দ্বীপের নক্সার অর্দ্ধেক-খানা লুকানো আছে। চাংলীর দল ধরা পড়েছে—কতক দ্বীপান্তরে কতক ফাঁসির কাঠে স্বর্গে গেছে—কতক এখনো জেলে দীর্ঘ মেয়াদে ঘানি টান্‌ছে। সুতরাং সে-ম্যাপের সন্ধান করতে আসবে কে? তা'ছাড়া ভূতুড়ে দ্বীপের ব্যাপারটা একটা আজগুবি ধাপ্পাও ত হতে পারে। জলদস্যুদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন বাথিনের কাছে গচ্ছিত থাক্‌ত। জলদস্যুরা কখনো সে ধনের সন্ধান করেনি। বাথিন্ হয়ত' দু'হাতে সে অগাধ ধনরত্ন খরচ করে' মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা চরম ধাপ্পা দিয়ে গেছে! এ সন্দেহ দেবমন্দিরের পুরোহিতের মনে প্রায় বদ্ধমূল সংস্কারের মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সে ম্যাপের অর্দ্ধাংশ অত্যন্ত যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল—কারণ, দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যুদের দলপতি সহস্রমুখো চাংলীর গচ্ছিত সম্পত্তি সেটা।

চিন্‌ফু যেই দেখ্‌লে পুরোহিত অনুপস্থিত তখনি সে তার তরুণ শিষ্যের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেল্‌লে।

তারপর সেই রাত্রেই যখন মন্দিরের লোহার দ্বার রুদ্ধ করে' পুরোহিত-শিষ্য গভীর নিদ্রায় অচেতন তখন সে পাঁচিল টপ্‌কে মন্দিরের প্রাঙ্গনের মধ্যে নাম্‌ল এবং দেবমূর্ত্তির পিছনকার কাঠের সিন্ধুকের নিকট অতি সন্তর্পনে উপস্থিত হল। চাবির জন্য তাকে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে হ'ল না। দেবমূর্ত্তির ঠিক পিছনে একটা ছোট্ট কাঠের কৌটার মধ্যে চাবি লুকানো ছিল। সেই চাবি দিয়ে সিন্ধুক খুলে সে দেখ্‌লে যে তার মধ্যে পূজার

সাজসরঞ্জামে ভর্ত্তি। এককোণে একটা বাদামি পেটমোটা বোতল দেখ্‌তে পেয়ে সে সেটা হস্তগত করে আবার সিন্ধুক চাবি বন্ধ করে' যথাস্থানে চাবি রেখে পাঁচিল টপ্‌কে নিজের জায়গায় চলে এল।

তারপর দিন থেকে সেখানে আর কাণা ভিখারীটাকে দেখা গেল না। সেই পেটমোটা বাদামী রঙের বোতলটা নিয়ে চিন্‌ফু এক বৃদ্ধ ভূত-ছাড়ানো ওঝার কাছে গেল এবং বোতলটা থেকে বন্দী শয়তানকে মুক্ত করে দিতে বল্‌লে।

তাওদের দেবমন্দিরে এমনি বোতলে করে ওঝারা শয়তানকে বন্দী করে রাখে। তাওদের ধারণা এমনি করে বন্দী রাখলে তারা আর বাইরে কোন অনিষ্ট করে বেড়াতে পারবে না। কাজেই লোকজন বেশ নিরুপদ্রবে ধর্ম্মকর্ম্মে মতি বজায় রেখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারবে।

চিন্‌ফুর কথা শুনে বৃদ্ধ ওঝা চম্‌কে উঠ্‌ল, "বল কি হে ছোক্‌রা? বন্দী শয়তানকে মুক্ত করে' আমি জগতে আবার অনাচার-অত্যাচারের স্রোত বহাব? তা কখনই হ'তে পারে না। যদি তোমার সাহস থাকে, শয়তানকে কাঁধে করে যদি সারা জীবন কাটাতে পার, তুমি নিজেই বোতলের ছিপি খোলগে, আমার দ্বারা ওকাজ হ'বে না।"

বৃদ্ধ ওঝার কবুল জবাবে কিন্তু চিন্‌ফু শান্তি পেল না। সে সেই পেটমোটা বাদামি বোতল নিয়ে ফিরে গেল আপনার আস্তানায়। সেখানে সে বোতল কোলে করে' দারুণ ভাবনায়

পড়্‌ল। তাইত! সে এখন করে কি? সাহস করে' বোতলের ছিপি খুলবে কি? কিন্তু যুগযুগান্তরের কুসংস্কার কি কেউ সহজে কাটাতে পারে! অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত চিন্‌ফুও পারলে না কাটাতে সে কুসংস্কারের প্রভাব। সে ভাবতে লাগ্‌ল। কিন্তু লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়—লোভের বশীভূত হ'লে মানুষের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—সে যা খুসী তাই করতে পারে। অবশেষে চিন্‌ফু বোতলটার ছিপি খোলাই স্থির করে ফেল্‌লে।

নির্জ্জন ঘরে অন্ধকার রাত্রে সে মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে' বোতলের ছিপি খুলে ফেল্‌লে। খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বোতলের ভিতর থেকে একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ তার কাণে এল। এই কি সেই বন্দী শয়তানের নিদ্রাভঙ্গের শব্দ? চিন্‌ফু প্রথমটা চম্‌কে উঠ্‌ল।

তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখলে যে বোতলের ভিতর অতি সূক্ষ্ম পাতলা একটা কাগজ পাকানো অবস্থায় রয়েছে। তার মুখে মৃদু হাসির ঢেউ খেলে গেল।

সে বোতল উপুড় করে কাগজটা বার করলে। তারপর ভাঁজ খুলতেই দেখ্‌লে অতি সরু তুলি দিয়ে তাতে কি সব লেখা এবং নক্সা আঁকা রয়েছে। সে লেখা এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে তার মর্ম্ম উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। তা'হলেও চিন্‌ফু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌ল—এতদিনে সে ভুতুড়ে দ্বীপের নক্সা সংগ্রহ করার কাজে সফল হ'ল। এবার দলের আর পাঁচজনকে ফাঁকি

দিয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে যদি নক্সার বাকি অর্দ্ধেক জাপানীটার কাছ থেকে ফেরৎ নেয় তা'হলে অগাধ ধনরত্ন তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। তারপর একখানা জাহাজ সংগ্রহ করে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর নক্সার নির্দ্দেশ মত পথ ধরে ভূতুড়ে দ্বীপে উপস্থিত হওয়া সে ত' অত্যন্ত সোজা কাজ।

সিঙ্গাপুরে ফিরতে চিন্‌ফুর একটু বেশী বিলম্ব হয়ে পড়্‌ল। শুনলে যে জাপানী কাঠ-ব্যবসায়ী তার জিনিষপত্র, কার-কারবার ইত্যাদি বেচে দিয়ে দেশে চলে গেছে। আফশোষে তার হাত কাম্‌ড়াতে ইচ্ছা করছিল। সে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে পুরাণো স্যাঙ্গাতদের সন্ধান করতে লাগ্‌ল।

সেই জুয়ার আড্ডা তখনো ছিল। একদিন সন্ধ্যায় সে সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাসের টেবিলে তখন একটা রীতিমত ভীড়। সরাইখানার মালিক ডান হাতের কাছে নোট এবং টাকার গোছা সাজিয়ে তাস বাঁট্‌ছে—জুয়ারীরা টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসে নিজ নিজ ভাগের তাস হাতে করে নিচ্ছে আর পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকার অবশিষ্ট পরিমাণ সম্বন্ধে আন্দাজ করে নিচ্ছে। এ'ছাড়া টেবিলের চতুর্দ্দিকে বেশ একটা ছোট-খাট জনতা জমেছে।

চিন্‌ফু সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ভীড়ের পিছনে এসে দাঁড়াল। তার বর্ত্তমানের চেহারা দেখলে কেউ আর তাকে 'চিন্‌ফু' বলে' চিন্‌তে পারবে না। দাড়ি জমে তার মুখে জঙ্গল বসে গেছিল। তা'ছাড়া দীর্ঘকাল ধরে ভিখারী সেজে বসে

থাকবার জন্য তার হাবভাব চালচলনও সেই রকম হ'য়ে গেছিল। অভ্যাস বশে সে ডান চোখটা মুদে শুধু বাঁ চোখে চেয়ে থাক্‌তে পার্‌ত।

টেবিলের সামনে এসে তার চোখ পড়্‌ল একজন নাবিকবেশী জুয়াড়ীর দিকে—সে চম্‌কে উঠ্‌ল তাকে দেখে। সে যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—অ্যাঁ। এই সেই তাদের দলপতি সহস্র-মুখো চাংলী! তার ত' ফাঁসির হুকুম হ'য়েছিল—এবারেও তা' হ'লে সে জেলরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এখানে এসে জুটেছে! চিন্‌ফুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। গুপ্তধন একলা নেবার যে আকাশকুসুম কল্পনা তার মাথায় ঢুকেছিল তা যেন ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

এইরকম নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্য লোকদের অলক্ষ্যে চিন্‌ফু বেরিয়ে এলো সরাইখানা থেকে এবং রাত্রের নিস্তব্ধ রাস্তা ধরে উন্মাদের মত ছুটতে লাগল।......

বারো

জীবন-মরণের বন্ধু

দীপক ও সদানন্দ চৌধুরী যে হোটেলে আস্তানা পেতেছিলেন সেটা সিঙ্গাপুরের একটা অতি নিকৃষ্ট-শ্রেণীর হোটেল। তবে সে হোটেলে থেকে তাঁদের কাজের অনেক সুবিধা হচ্ছিল। ওখানে থাকা খাওয়ার খরচ অত্যন্ত অল্প। সেজন্য বেশীর ভাগ গরীব লোকদের ঐটা আস্তানা। নাবিক, ব্যবসায়ী, চাকুরে, ভবঘুরে প্রভৃতির ভীড় বেশী এই হোটেলে। গরীব লোক সব জাতের মধ্যেই আছে। কাজেই ইংরাজ, চীনা, বর্ম্মী, ভারতীয় প্রভৃতি সব দেশীয় লোককেই এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পরও সহস্র-মুখো চাংলীকে যখন পাওয়া গেল না তখন পুলিশের গোয়েন্দা মিষ্টার ব্যাল্‌ফোর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। দীপক ও সদানন্দবাবু কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে রইল যে, সহস্র-মুখো নতুন ভোল ধরে' সিঙ্গাপুরের বন্দরেই অপেক্ষা করছে। পোয়ের কথা যদি সত্য হয় তা' হলে ম্যাপের প্রথমার্দ্ধ পেয়ে দ্বিতীয়ার্দ্ধের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া চাংলীর আর দ্বিতীয় পথ কৈ? সে নিশ্চয়ই সিঙ্গাপুরে ওৎপেতে বসে আছে।

যে দিন চিনফু চাংলীকে দেখতে পায় সেইদিন রাত্রে

দীপক ও সদানন্দবাবু একটা আড্ডায় হানা দিয়ে চাংলীর দেখা পাবার চেষ্টায় বিফল হ'য়ে হোটেলে ফিরছেন এমন সময় দেখতে পেলেন একটা লোক দ্রুতবেগে ছুটে আসছে।

লোকটার কোন দুরভিসন্ধি আছে মনে করে' পোয়ে তাকে বাধা দিতে ইচ্ছা করলে এবং যেই সে তাদের পাশ দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে অমনি এক ল্যাং মেরে তাকে ধরাশায়ী করে ফেল্‌লে।

চিৎপাত হয়ে পড়ে গিয়ে লোকটা চীনা ভাষায় কি সব বলে উঠল এবং ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায়ান্ধকার রাস্তায় শুধু একটা গ্যাসের আলো জ্বল্‌ছিল সেই আলো লোকটার মুখের উপর পড়ায় পোয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আরে চিন্‌ফু যে! তুমি এখানে? ছুট্‌ছিলে কেন?"

পোয়ের কথা শুনে লোকটা যেন থতিয়ে গেল। তারপর আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগল, "আ—আ—মি—হাঁ। কৈ! আমি ত' তোমায় চিন্‌তে পারছি না?"

হাঃ হাঃ করে' হেসে পোয়ে বলে উঠ্‌ল, "তাজ্জব বটে! তুমি আমার বর্ম্মী বেশ দেখে একেবারে বোকা বনে গেলে?"

চিন্‌ফু তখনো চিনতে পারেনি।

পোয়ে আবার বল্‌লে, "চিন্‌ফু, এতদিন জলদস্যুর কাজ করে সব চেয়ে বড় বন্ধু বলে' যাকে একদিন আবেগের আতিশয্যে জীবন-মরণের-বন্ধু আখ্যা দিয়েছিলে সেই কা-মিন্ আজ তোমার সামনে অথচ তাকে তুমি চিন্‌তেই পার্‌ছ না?"

এইবার চিনফু যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌ল—"জীবন-মরণের বন্ধু, হ্যাঁ সত্যই ত'—তারপর এখানে কেমন করে' এলে ?"

হেসে কা-মিন্ বল্‌লে, "হা হা হা—আশ্চর্য্য হবার কি আছে —সহস্র-মুখো শয়তানের দলের লোক আমরা—আমাদের বন্দী করে রাখবার জেল বা গারদ আজও তৈরী হয়নি—আর ফাঁসি-কাঠ ? তা থেকে ফাঁকি দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যইত আমাদের সুনাম দেশবিদেশে। তুমিও যে করে আজ এখানে এসেছ—আমিও ঠিক সেই করে আজ সিঙ্গাপুরে !"

চিন্‌ফু বল্লে, "এরা কারা ?"

কামিন্ বল্লে, "হিতকারী বন্ধু—সব কথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারো—চলো—আমাদের হোটেলে যাওয়া যাক্—অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

পথে যেতে যেতে কামিন জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন কোথায় ছিলে ?"

চিনফু হেসে বল্লে, "আসল চিজের সন্ধানে চীনে ছিলাম।"

কামিন্ জিজ্ঞাসা করলে, "কেল্লা ফতে করেছ ত' ?"

চিনফু বল্লে, "নিশ্চয়ই—এখন চাই ম্যাপের প্রথমার্দ্ধ—তা' না হ'লে সব মাটী। পণ্ডশ্রম।"

কামিন বল্লে, "প্রথমার্দ্ধের আশা আপাততঃ ছাড়্‌তে হ'বে, যাদু।"

চিনফুর অবর্ত্তমানে যা যা ঘটেছে কামিন্ সব তাকে বল্‌লে। এই সব কথা কইতে কইতে তারা হোটেলে এসে উপস্থিত

হ'ল। রাত গভীর হ'লেও হোটেলে তখন পূরো দমে হৈ হৈ চল্‌ছে। তাস পেটার শব্দ, উচ্চ হাসি, গল্পগুজব, নাচগান ইত্যাদি।

বেতের চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চিনফু বসে বসে বর্ম্মী চুরুট টানতে টানতে বল্‌লে, "জীবন-মরণের বন্ধু, যদি বলি চাংলী সিঙ্গাপুরে আছে, তা'হলে কি তুমি খুব আশ্চর্য্য হও ?"

হেসে কামিন বল্লে, "মোটেও না—সিঙ্গাপুরে যে সে আছে এবং সিঙ্গাপুর ছাড়া তার থাক্‌বার আর দ্বিতীয় স্থান নাই—তা আমি খুবই জানি। সে প্রতীক্ষা করছে তোমার চীন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের।"

চিনফুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে বল্লে, "তা' জানি—আজ এই কিছুক্ষণ আগে আমি তাকে পুরাণো সরাইখানায় জুয়া খেল্‌তে দেখে এলাম।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে দীপক বল্লে, "অ্যাঁ, বলকি! ওখানে ত' রোজই যাই, এই আজো ত' গেছিলাম। কিন্তু কোথায় চাংলী!"

কা-মিন্ বল্লে, "সে আছে ছদ্মবেশে—চেনা দায়। তার কঠিন ছদ্মবেশের দরকার—বিশেষতঃ যখন তার পিছনে গোয়েন্দা ব্যালফোর ঘুরছে।"

চিনফু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "ব্যাল্‌ফোর? ছোঃ চাংলীকে ধরবার জন্যে অমনি একশো গোয়েন্দা দরকার। যাদু-বিদ্যায় পোক্ত সে, কখন হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কেউ আন্দাজই করতে পারে না।"

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি করে চাংলীকে দেখলে, চিনফু ?"

চিনফু বল্লে, "আমি আজ সন্ধ্যায় ভাবলাম—যাই পুরাণো আড্ডায় ঘুরে আসি। সেখানে গিয়ে দেখি যথারীতি তাসের জুয়া চল্‌ছে। টেবিলের সাম্‌নে বুড়ো সরাইখানার মালিক বসে' আর তার ডান পাশে চাংলী পরম নির্ব্বিকার ভাবে তাস বাঁট্‌ছে—আমি ভীড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠ্‌লাম—তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে দিলাম ছুট্‌—ছুট্‌।"

সদানন্দবাবু গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "কাল যদি ছদ্মবেশে আমি তোমার সঙ্গে সেই সরাইখানায় যাই—তুমি আমায় চিনিয়ে দিতে পারবে কে চাংলী ? অবশ্য তোমাকেও ছদ্মবেশে যেতে হ'বে। তুমি শুধু আমায় চিনিয়ে দিয়ে সরে' পড়্‌বে। আমি আর দীপক যাবো—দীপক বাইরে থাক্‌বে ট্যাক্সি নিয়ে—তুমি আর আমি ভিতরে যাবো।"

অনেকক্ষণ ভেবে চিনফু বল্লে, "নিশ্চয়ই। এরকম একটা কিছু করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর কি ! চাংলীর কাছ থেকে ম্যাপের প্রথমার্দ্ধ উদ্ধার না করলে অত ধনরত্ন ত' সেই বিজন ভূতুড়ে দ্বীপেই পচ্‌বে।"

তেরো

ছদ্মবেশ

শোঁ শোঁ করে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে······

ভিতরে তিনজন কাবুলী। বিরাট্ পাগড়ী আর গোঁফ-দাড়িতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাদের। মোড় পার হ'তেই ভিতর থেকে একজন গর্জ্জন করে উঠলো, "বাঁয়ে সড়ক—তিন নম্বর কোঠি······"

ডবল ব্রেক কসে ড্রাইভার গাড়ী থামালে। দীর্ঘদেহ দু'জন কাবুলী আগে নেমে পড়লো। সুন্দর ঝক্‌ঝকে তাদের পোষাক—ভাল করে আঁচ্‌ড়ানো দাড়ি, তলার দিকে পাকিয়ে ঝুঁটি বাঁধা। সিল্কের পাজামা—পোষাক থেকে সুগন্ধ বার হচ্ছে।

কাবুলী দু'জনের মধ্যে একজন বয়সে-যে-জ্যেষ্ঠ সে ট্যাক্সির ভিতরকার কাবুলীটিকে বললে, "মীর খাঁ, তোম্ টেক্সিকা অন্দরমে ছিপকে রহো—হাম্ ভিতরমে যাতা—আও আব্দুল মেরে সাথ্।"

সামনেই হোটেলের আলো জ্বলছে—ভিতর থেকে মাঝে মাঝে হল্লা উঠছে—সামনে দিয়ে উর্দীপরা বয়গুলো যাতায়াত করছে।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই একজন বয় এগিয়ে এলো

এবং ঢ্যাঙা কাবুলীকে সেলাম করে' বললে, "হুজুর, এক্সেলেণ্ট্‌, ব্রাণ্ডি, ফ্রেস্‌ চিজ্‌—ভিতর আইয়ে—"

বলা বাহুল্য ঢ্যাঙা কাবুলীটা গোয়েন্দা সদানন্দ চৌধুরী—তার সঙ্গী কাবুলীটা চিন্‌ফু। ট্যাক্সিতে যে তরুণ কাবুলীটা রয়ে গেল সে দীপক চৌধুরী।

টেবিলে বসে কাবুলীটা বললে "এই বোয়্‌, হিঁয়া তাস্‌ উস্‌কা বাজী কৈ খেল্‌তা নেহি ?"

বয়্‌ বললে, "উ ঘরমে জোর খেল্‌ চল্‌তা বাবু—"

কাবুলীটা সঙ্গীকে নিয়ে পাশের ঘরে চললো। সেখানে একটা ছোট খাট মেলা বসে গেছে। টেবিলে তাস ছড়ানো—আর দুই ধারে নোট আর টাকা সাজিয়ে একজন পাতলা চেহারার পার্শী ভদ্রলোক তাস বাঁট্‌ছে, আর সব লোক তাস দেওয়া দেখছে।

চিন্‌ফু ফিস্‌ ফিস্‌ করে সদানন্দবাবুর কানে কানে বললে, "চাংলী তাস বাঁট্‌ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট্‌ থাপ্পড় এসে পড়লো চিন্‌ফুর ঘাড়ে এবং জামাশুদ্ধ ধরে কে যেন তাকে একটানে ভিড়ের বাইরে নিয়ে এল। মুহূর্ত্তে ঘরের আলো নিভে গেল এবং সদানন্দ চৌধুরীকে কে যেন লৌহদৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলে। সদানন্দবাবু জেব থেকে রিভলবার বার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হাতের উপর বোতলের আঘাত খেয়ে তাঁর হাত যেন অসাড় হ'য়ে গেল। তার পরই উগ্রগন্ধযুক্ত রুমাল তাঁর নাকে

চেপে ধরে' আততায়ী তাঁকে অজ্ঞান করে পিঠে তুলে নিয়ে গেল।

এদিকে দীপক চৌধুরী ট্যাক্সির মধ্যে বসে সবে সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি বার করতে যাবে অমনি ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার কপালের উপর পিস্তল উঁচিয়ে বললে, "বাৎ মৎ করনা—চুপ্ রহো"—এবং ক্লোরোফর্ম্ম-যুক্ত রুমাল দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে সংজ্ঞাহীন করে' ট্যাক্সি চালিয়ে দিলে।

চৌদ্দ

চাংলীর খপ্পরে

হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় চিন্‌ফু একটা অন্ধকার ঘরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আজ দু'দিন সে চাংলীর কাছে বন্দী। ঘরটা যেমন স্যাঁৎসেঁতে তেমনি অন্ধকার। সর্ব্বক্ষণ যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ উঠছে ঘর থেকে।

চিন্‌ফু এ দুদিন জলস্পর্শ করেনি। বার-দুই চাংলী তাকে শাসিয়ে গেছে। ম্যাপের ছেঁড়া টুক্‌রোটা তাকে দিতেই হ'বে। না দিলে নিশ্চিত মৃত্যু। যমের হাত থেকেও রক্ষা আছে কিন্তু চাংলীর হাত থেকে রক্ষা নাই।

বন্দী-ঘরের দরজা সহসা খুলে গেল। তীব্র টর্চ্চের আলো চিন্‌ফুর মুখে এসে পড়ল। দীর্ঘদেহ ঢিলে পাজামা পরা চাংলীর ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে এল। তার ডানহাতে ঝক্‌ঝক্ করছে কালো রিভল্‌বার।

এই রিভল্‌বারের গুলিতে যে কত লোককে চাংলী মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই। সে রিভল্‌বারটা নিষ্ঠুর চাউনিতে যেন চিন্‌ফুকে দেখতে লাগল।

চাংলী বললে, "চিন্‌ফু, এতক্ষণে মনস্থির করেছ নিশ্চয়? য়্যাঁ, কথা কও না যে!"

চিন্‌ফু ক্ষীণস্বরে বললে, "না !"

"তবে গোল্লায় যাও—" বলে চাংলী চিন্‌ফুকে মারলে এক প্রচণ্ড লাথি।

চিন্‌ফু দেয়ালের কাছে ছিট্‌কে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল—সে ভাবলে, "হায় হায় ! এত কষ্ট করে ম্যাপ সংগ্রহ করলাম আর চাংলী উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল !"

চকিতে তার মাথায় একটা কথা উদয় হ'ল। সে বললে, "ক্যাপ্টেন, দিতে পারি একটি সর্ত্তে—"

চাংলীর চোখ জ্বলে উঠল আনন্দে। সে বললে, "বেশ সর্ত্ত বলো—"

চিন্‌ফু বল্লে, "আমাকে সঙ্গে নিতে হ'বে—বখরা দিতে হ'বে।"

চাংলী খানিক কি ভাবলে। আপন মনে ধূর্ত্ত হাসি হাস্‌লে। তারপর বললে, "বেশ, রাজী—কিন্তু ম্যাপটা আগে আমার হাতে তুলে দিতে হ'বে।"

চিনফু গ্যাঁৎগোঁৎ করতে লাগল। তারপর রাজী হ'ল।

তার কম্পিত হাত এগিয়ে এলো—"এই নাও ক্যাপ্টেন। তোমার কথাতেই বিশ্বাস করে ম্যাপ দিলুম। কিন্তু সর্ত্তের কথা ভুলো না !"

চাংলী টর্চ্চের আলোয় ম্যাপটা দেখলে, তারপর বুক-পকেটে ভরে নিলে।

চিনফু উঠে দাঁড়াল। তার চোখে মুক্তির স্বপ্ন জেগে উঠেছে।

তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে চাংলী ভ্রুকুটি করলে। মারলে তার চোয়ালে এক ঘুষি। "এগোস্ নি শয়তান—হ্যাঁ, ওইখানে থাক্!" চিনফু মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল।

চাংলী ত্বরিতপদে ঘর থেকে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে।

অন্ধকার ঘরের ভ্যাপ্‌সানির মধ্যে চিনফু গোঁয়াতে লাগল।

... ...

দীপককে নিয়ে ট্যাক্সি এসে উপস্থিত হ'ল এক নির্জন মাঠের ধারে একটা পুরাণো গুদাম ঘরের সামনে।

ট্যাক্সির শব্দ শুনে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দু'জন বেঁটে লোক এগিয়ে এল। তারা দীপকের সংজ্ঞাহীন দেহটা ধরাধরি করে গুদাম ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

দিন-দুই দীপক সেই বেঁটে লোকদের জিম্মায় রইল। তার হাতে হাতকড়া—পায়ে লোহার বেড়ী। লোক দুটো নিয়মিত তাকে খাবার দিয়ে যেত কিন্তু কোন কথা কইত না। দীপক কথা কইলে তারা আঁ আঁ করে চীৎকার করে জানাত যে তাদের জিভ নেই—কাজেই কোন কথা তারা বলতে পারবে না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় দীপকের ঘরে এক দীর্ঘদেহ ব্যক্তির আগমন। ইনিই স্বনামখ্যাত চাংলী। ঘরে ঢুকে সে

পৈশাচিক ভাবে অট্টহাসি হেসে বলে উঠলো, "জুনিয়ার চৌধুরী, আশা করি ভালই আছেন। আপনার জন্যে খবর আছে। আপনার বন্ধু চিন্‌ফু আমার কারাগারে বন্দী। অবস্থা খুব খারাপ। আর তার সেই ম্যাপ এখন আমার পকেটে। আমরা কালই চলেছি গুপ্তধনের সন্ধানে। বড় দুঃখ আপনাদের সঙ্গে নিতে পারলাম না। তবে ফিরে এসে দেখা করবো। আপাততঃ এই বেঁটে বক্কেশ্বর বোবা বেবুনদের অধীনে রাজার হালে থাকুন। খান-দান—গান করুন—আপনার উপর অন্য কোন অত্যাচার হ'বে না।"

দীপক চুপ করে শুনে গেল। তারপর বললে, "আচ্ছা মিঃ চাংলী, আমার খুড়োর খবর কিছু দিয়ে যান দয়া করে—"

চাংলী বললে, "সেই বুড়ো বোকাটা? হাঃ হাঃ হাঃ—সে পালিয়েছে। আমরা তাকে ধরতে পারি নি—কিন্তু তার মত বুড়ো ইঁদুরকে আমাদের ভয় করে না। সে স্বেচ্ছায় সিঙ্গাপুরে ঘুরে বেড়াক—তিনজন্ম চেষ্টা করলেও সে তোমাদের বন্দী দশা থেকে মুক্ত করতে পারবে না। আচ্ছা বিদায়—"

দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। চাংলীর ভারী বুটের শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

পনেরো

সদানন্দ চৌধুরী বোকা নয়

ক্লোরোফর্ম্মের ঝোঁক কেটে যেতে সদানন্দ চৌধুরীর বেশীক্ষণ গেল না। তিনি সচেতন হ'য়েই অনুভব করলেন যে একজন দীর্ঘদেহ লোক তাঁকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। রাত্রি অন্ধকার—জলো হাওয়া বইছে—কানে আসছে অস্পষ্ট সমুদ্র-গর্জ্জন। সমুদ্র তীর দিয়েই তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে।

চট্‌কা ভাঙলে সদানন্দ চৌধুরী অনুভব করলেন যে তাঁর বাহক একাকী, সঙ্গে কেউ নেই। তারা নিশ্চয় তাঁকে বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য ভেবেছে। তিনি আস্তে আস্তে দু'হাত এক জায়গায় করে লোকটির গলা প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরে উল্টা পাক দিয়ে লাফিয়ে মাটীতে ঘুরে দাঁড়ালেন। গলা টেপার দরুণ প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে লোকটা তখন টল্‌ছে। সদানন্দবাবু সেই অবস্থায় তার কোমরে দিলেন প্রচণ্ড এক লাথি। লোকটা রাস্তার ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সদানন্দবাবু আর পিছু ফিরে না দেখেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন!

সেই রাতেই তিনি হাজির হ'লেন পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর ডিটেক্‌টিভ্‌ ব্যাল্‌ফোরের বাড়ীতে।

মিঃ ব্যালফোর তখন একখানা বিলাতী ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। স্লিপ দেখে লাফিয়ে উঠলেন। তখুনি হুকুম দিলেন তাঁকে তাঁর সামনে হাজির করার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদানন্দ চৌধুরী হাজির হ'লেন। তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে মিঃ ব্যাল্‌ফোরের চোখ কপালে ওঠবার জোগাড়। তাঁর মুখ দুশ্চিন্তায় লম্বা হ'য়ে গেল।

—"য়্যাঁ, চাংলী—আবার সেই শয়তান—সেই সহস্র-মুখো!"

তার বুক কেঁপে উঠলো। কিন্তু তবুও তিনি উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখুনি ফোনে জানান হ'ল সব জায়গায় এবং এক মোটরভ্যান ভর্ত্তি সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে মিঃ ব্যাল্‌ফোর ও সদানন্দ চৌধুরী চাংলীর পুরাতন আড্ডায় হানা দিলেন।

কিন্তু সেখানে কেউ কোথাও নেই। দরজা খোলা—ঘরগুলো খালি—এক বুড়ী বাড়ীওয়ালী ছাড়া আর কারুরই সন্ধান মিলল না।

মিঃ ব্যাল্‌ফোর সহসা মাটীর উপর থেকে কুড়িয়ে নিলেন একখানা দোমড়ানো কাগজ। খুলে দেখলেন সেটা একটা পুরানো ক্যাশমেমো। একটা মদের দোকান কোন্ এক মিঃ লেন্‌কে এক ডজন মদ বেচেছে।

সদানন্দ চৌধুরী সেই মদের দোকানে হানা দেবার পরামর্শ দিলে মিঃ ব্যাল্‌ফোর বললেন, "ফল কি?"

সদানন্দ চৌধুরী বললেন, "লোকটার নাম লিখে যখন ক্যাশমেমো করা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই লোকটির সঙ্গে মদ্য-

ব্যবসায়ীর পরিচয় আছে। অন্ততঃ সে যে নিয়মিত খরিদ্দার তাতে সন্দেহ নেই। এই 'লেন' আড্ডার একজন বিশিষ্ট লোক। কারণ তার হাত দিয়ে মদটা আসছে। দোকানদার হয়ত' তার ঠিকানা বলতে পারে। দেখাই যাক্ না—"

মদের দোকানে খুব ভীড়। মিঃ ব্যাল্‌ফোর ও সদানন্দ চৌধুরী পুলিশ ভ্যান সমেত দোকান ঘেরাও করলেন।

মদ-ব্যবসায়ী কিছু বে-আইনী চোলাই করা মাল সেদিন আমদানী করেছিল। পুলিশ দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। পুলিশ যে সেই মদের সন্ধানে হানা দিয়েছে তা'তে আর তার সন্দেহ মাত্র রইল না।

মিঃ ব্যাল্‌ফোর দোকানের মালিকের সম্মুখীন হলেন, "প্রিয় মহাশয়, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে অত্যন্ত দুঃখিত। দয়া করে মিঃ লেন্ নামক কোন ভদ্রলোককে আপনি চেনেন কিনা জানাবেন কি ?"

দেয়ালের দিকে চেয়ে বার-দুই ঘাড় নেড়ে দোকানের মালিক বললে, "লেন্, লেন্! অপেক্ষা করুন।"

বলে একখানা খাতা খুলে দেখে বললেন, "হ্যাঁ চিনি, তিনি আমার একজন খরিদ্দার—বলুন কি দরকার আপনাদের ?"

"তাঁর ঠিকানাটা যদি দেন। আমরা এখনি বিদায় হ'তে পারি—" ব্যাল্‌ফোর বললেন।

দোকানদার তখুনি ঠিকানা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এরকম ভাবে বেঁচে যাবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

তারপর আবার নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধ রাস্তায় বেজে উঠলো মোটরের স্টার্ট দেওয়ার শব্দ—পুলিশ-ভ্যান্ হন্যে কুকুরের মত গর্জ্জন করতে করতে এগিয়ে চললো—

নির্জ্জন মাঠের ধারে একটা পরিত্যক্ত গুদাম ঘর। সেইটাই মিঃ লেনের ঠিকানা। চতুর্দ্দিক থেকে পুলিশ গুদাম ঘরটা ঘেরাও করে দরজায় ধাক্কা লাগালো—ঢক্ ঢক্ ঢক্……

পুরাণো গুদাম ঘরটা কেঁপে উঠলো সেই শব্দে। দু'জন বেঁটে মূর্ত্তি দরজা খুলেই পুলিশ দেখে শিউরে উঠলো।

—"লেন্, মিঃ লেনকে চাই—বাড়ী আছেন কি ?"

বেঁটে দু'জন ঘাড় নেড়ে জানালো—"না।"

—"আমরা সার্চ্চ করবো বাড়ী।"

বেঁটে দু'জনের মুখ শুকিয়ে গেল।

মিঃ ব্যালফোর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কে ?"

কোন উত্তর নেই।

—"কে তোরা বল্—"

ব্যালফোর পকেট থেকে রিভলবার বার করলেন, "উত্তর দিস্ না কেন ? তোরা কি বোবা ?"

তারা ঘাড় নেড়ে জানালে যে তারা বোবা। উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই।

হুড়্দাড়্ করে পুলিশম্যানে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল বাড়ীটা। চতুর্দ্দিকে জোর অনুসন্ধান চলতে লাগল। তারপর এক চোরা

কুঠুরীর বন্ধ দরজা ভেঙে পুলিশরা অবাক্। হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক তরুণ যুবক।

মিঃ ব্যালফোর আনন্দে উৎফুল্ল—"জুনিয়ার চৌধুরী যে! তাজ্জব ব্যাপার!"

সদানন্দবাবু দীপককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বেঁটে বঙ্কেশ্বর দুটোকে নিয়ে পুলিশ-ভ্যান থানার দিকে এগুলো। জনদুই পুলিশ রইল গুদাম বাড়ী পাহারায়।

থানায় ফিরে দীপক তার বন্ধনদশার গল্প বললে এবং চাংলী যে গুপ্তধনের উদ্দেশে যাত্রা করবার তোড়জোড় করছে তাও জানালে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

মিঃ ব্যালফোর রিসিভার হাতে নিলেন, "হ্যালো, হাঁ, হাঁ—তারপর—বেশ বেশ বহুৎ আচ্ছা—লোকটা এখন কোথায়? ও—বাঃ বেশ, আচ্ছা এখুনি য়্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি!"

দীপক বললে, "ব্যাপার কি মিষ্টার ব্যালফোর?"

মিঃ ব্যালফোর বললেন, "আবার দু'জন লোক আরেকটা লোককে গুদাম ঘরে নিয়ে এসেছে। লোকটি মুমূর্ষু—তার চোয়াল ভেঙে গেছে—এ ব্যক্তিও ওদের বন্দী। আর যারা ওদের গুদাম ঘরে রেখে গেছে, তাদের অনুসরণ করেছে একজন পুলিশ। তাদের আড্ডার খবরও এখুনি আসবে।"

দীপক বললে, "এ বন্দী নিশ্চয় চিন্‌ফু—আপনি শীঘ্র য়্যাম্বুলেন্সে ফোন করুন।"

ষোলো

চিন্‌ফুর চাল

হাঁসপাতালে দীপক ও সদানন্দবাবু চিন্‌ফুর সঙ্গে দেখা করলেন। চিন্‌ফুর আঘাত খুব সাংঘাতিক। হাড় সরে গেছিল—ভাঙে নাই। ডাক্তার তা যথাস্থানে 'সেট্' করে দিয়েছে। সে এখন আরোগ্যের পথে।

চিন্‌ফু বল্‌লে, "দীপকবাবু, গুপ্তধনের ভূতুড়ে দ্বীপের নক্সা কি ভাবেন অত সহজেই হাত-ছাড়া করতে পারি! পাগল! চাংলীকে যা দিয়েছি তা একখানা নকল কাগজ, তাতে ভূতুড়ে-দ্বীপের কোথায় গুপ্তধন আছে তার নিশানা নেই। সারাজীবন ঘুরলেও চাংলী গুপ্তধনের সন্ধান পাবে না—পাবে না।" তার মুখে ম্লান হাসির ঝিলিক জ্বলে উঠ্‌লো।

দীপক বল্‌লে, "কিন্তু বাকী অর্দ্ধেক? সে তো এখন চাংলীর হাতে?"

চিন্‌ফু বল্লে, "থাক। কোন ক্ষতি হবে না। সেটাও নকল—আসল জায়গায় ফাঁকি।"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "তার মানে? আসলটা কার কাছে তবে?"

চিন্‌ফু ম্লান হেসে বল্‌লে, "হিরোকীর কাছে। সেই

জাপানী কাঠ-ব্যবসায়ী যার জিম্মায় কনফুশি মূর্ত্তিটা ছিল। সে সেটা বার করে নিয়ে নকল একখানা কাগজ সেখানে রেখে দেয়!”

সদানন্দবাবু বল্‌লেন, “তবে এতদিন সেকথা বলো নি কেন?”

—“হিরোকীর দেখা পাইনি বলে।”

—“হিরোকী কোথায়? কবে তার দেখা পেলে?”

—“আজই। হিরোকী চাংলির দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আসল খবর সে ফাঁক করেনি। সেই ত’ আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। বেচারীর ইচ্ছা ছিল আমাকে মুক্তি দেওয়া!” সদানন্দবাবু হতভম্ব হ’য়ে শুনছিলেন, ম্লান হেসে বল্‌লেন, “অদ্ভুত তোমাদের কাণ্ডকারখানা! কাউকেই বিশ্বাস নেই দেখছি। তোমরা একদলে এতদিন কিভাবে ছিলে তাই ভাবি!”

কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ ব্যর্থ হ’য়ে ফিরে এল। যে দু’জন লোক চিনফুকে গুদামঘরে নিয়ে গেছিল তারা কৌশলে পালিয়েছে।

দীপক বল্লে, “তা হ’লে ভূতুড়ে দ্বীপের সম্পূর্ণ নক্সা এখনও চাংলীর হাতের বাইরে?”

চিনফু বল্লে, “হাঁ, শয়তান এবার জব্দ হ’বে! যেমন নিষ্ঠুর বেইমান!”

সদানন্দবাবু বল্‌লেন, “হিরোকী যদি চাংলীর সঙ্গে সত্যিই ভিড়ে যায়?”

চিনফু বল্লে, "সে সম্ভাবনা অল্প। সকলেই জানে চাংলী কাজ উদ্ধার করবার পর সেই কাজের সাক্ষী বা ভাগীদার কাউকে জীবিত রাখেনা। হিরোকী আমার সঙ্গে দেখা না করে সিঙ্গাপুর ছেড়ে এক পাও যাবে না।"

দীপক বল্লে, "কি করে বুঝলে?"

চিনফু বল্লে, "হিরোকী ও আমায় দেখা হ'বার পর হিরোকী বল্লে—বন্ধু বড্ড ঝাপ্‌টা খেয়েছ বোধ হচ্ছে যে!"

আমি বল্লাম, "তা খেয়েছি, কিন্তু কিছু খোওয়া যায়নি। যারা বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়চ্ছে তাদের দৌড়তে দাও!"

চোখ কপালে তুলে হিরোকী বল্লে, "কি করে জানলে বুনো হাঁস?"

আমি বল্লাম, "ডিম আমার হাতে!"

হিরোকী বল্লে, "আমার হাতেও একটা!"

আমি বল্লাম, "তবে শুনলাম সেটা ফুটে বাচ্ছা হয়েছে!"

হিরোকী হেসে বল্‌লে, "বুনো হাঁসের ডিম থেকে কি অত সহজে বাচ্ছা হয়?"

"কাজেই আমাদের হিরোকীর সহচর্য চাই। চাংলী বোধহয় দু-একদিনের মধ্যেই সমুদ্র-যাত্রায় বেরুবে। এখন আমার সেরে উঠতে যা দেরী।"

দীপক বল্লে, "তোমার ম্যাপটা?"

চিনফু বল্লে, "খুব ভাল জায়গায় আছে—ভয় নেই!"

সতেরো

সমুদ্রবক্ষে শয়তান

কূলহীন সমুদ্রের বুকে অজানা পথে এক জাহাজ কোন ক্রমে ভাস্‌তে ভাস্‌তে, হেলে দুলে ঢেউয়ের দাপট সয়ে এগিয়ে চলেছে। তার কাপ্তেন স্বয়ং চাংলী—ঢিলে পাজামা আর জাপানী কিমোনো পরে তাকে দেখাচ্ছে মন্দ না। সে মাঝে মাঝে দূরবীণ দিয়ে দূরে সমুদ্রের দিকে কি যেন খুঁজছে।

তার পাশে একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একজন কুঁজো কদাকার লোক একটা চার্টে কিং যেন দেখছে আর লাল পেন্সিলে দাগিয়ে কাগজে কি সব অঙ্ক কষছে। তার মুখ রীতিমত গম্ভীর, তার চোখ যেন শিকারী বেড়ালের মত শাণিত ও একাগ্র।

দূরবীণ নাবিয়ে চাংলী বল্‌লে, "কুঁজো লিসিন, আমার মনে হ'চ্ছে ম্যাপের কোথাও যেন গোলমাল আছে। তা যদি না হয় তা' হলে তোমার নিশ্চয়ই ভীমরতি ধরেছে অঙ্কে ভুল করেছ—আজই আমরা ভূতুড়ে দ্বীপে পৌঁছাব কিন্তু দূরবীণ কোন নিশানা দিচ্ছে না। চতুর্দ্দিকেই ধূ-ধূ জলের দিগন্ত-বিস্তারী লীলা। স্থল কোথায় ?"

কুঁজো লিসিন্ যেন চাংলীর কথা শুনতে পেলে না। সে

তখনো গভীর অভিনিবেশ সহকারে ম্যাপে মন দিয়ে আছে—কী হল—কোথায় গেল—কম্পাসের কাঁটা কি ঠিক নেই? ম্যাপের আঁক কি ভুল আছে? অঙ্ক কষে ল্যাটিচুড্ লঙিচুড্ বার করা কি ভুল হ'য়েছে?

চাংলী ঘনঘন কেবিনের বাইরে পায়চারি করছে আর চুলের মধ্যে হাত বুলোচ্ছে!

জাহাজের একজন খালাসী দৌড়ে এসে জানালে যে তারা আর পারছে না, ক্রমাগত জাহাজ চালিয়ে তাদের মাথার ঠিক নেই—আধপেটা খেয়ে এমন করে মাঝ-সমুদ্রে পাগলের মত জাহাজ ঘুরিয়ে বেড়িয়ে কি ফল হচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না। ভূতুড়ে দ্বীপ আসলে নেই সেটা একটা ধাপ্পা; কাপ্তেন তাদের শুধু শুধুই খাটিয়েছে বলে তারা কাপ্তেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

চাংলী গর্জ্জে উঠ্ল, "চুপ কর্ শয়তান, কুকুর কোথাকার—ফের যদি বিদ্রোহের কথা কস্ ত' এই পিস্তলের গুলিতে তোর কপাল ফুটো করে দেব।"

যে খালাসীটাকে শাসিয়ে চাংলী পিস্তল ওঠালে মুহূর্ত্তে তার পাশে আরো বিশ জন খালাসী এসে দাঁড়ালো—সকলের হাতেই উদ্যত পিস্তল। কোটরগত চক্ষু, অস্থিচর্ম্মসার প্রেতের মত তারা যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হ'ল। তারা এক সঙ্গে বলে উঠলো, "সাবধান কাপ্তেন, ও একলা নেই। আমাদের পিস্তল তা'হলে তোমার দেহ ঝাঁঝরা করে ফেল্‌বে।"

কুঁজো লিসিনের কোনদিকেই খেয়াল ছিল না সে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—"আহা বড্ডো গোল করছো যে, আমার হিসেব ভুল হ'য়ে যাচ্ছে।"

খালাসীরা চেঁচিয়ে উঠলো—"পুড়িয়ে ফেল্‌বো তোর হিসেবের কাগজ। শয়তান, কোথায় এনেছিস আমাদের? ধন-রত্নের লোভ দেখিয়ে যমপুরীর দরজায়?"

জাহাজের উপরে সত্যই তখন খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে। ক্ষুধার্ত্ত খালাসীরা আর কোনরূপ ওজর-আপত্তি শুনতে চায় না। তাদের রক্তে আগুন ধরে গেছে। তারা চায় প্রতিহিংসা, কাপ্তেনের রক্তে তারা হাত রাঙা করবে।

চাংলী একাই বিদ্রোহী খালাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ওঃ সে যেন এক কোণঠাশা হিংস্র সিংহ! কার সাধ্য তার কাছে এগোয়? সে এলোপাতাড়ি ফায়ার করে চলেছে। আর একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সরে খালাসীদের পিস্তলের লক্ষ্য ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

দু'একজন খালাসী চোট লেগে ধরাশায়ী হ'য়ে পড়্‌লো। চাংলীর গায়েও দুতিন জায়গায় গুলি লেগেছে। কিন্তু তার জীবন-মরণ পণ। লিসিন কিন্তু এত ব্যাপার ভ্রূক্ষেপও করেনি সে নক্সার কাগজের উপর হেঁট হ'য়ে তখনো অঙ্ক কষছে আর মাঝে মাঝে বল্‌ছে, "আহা, এত গোল করলে কি হিসেব ঠিক থাকে? তোমরা অত হৈ চৈ করছ কেন?"

সহসা একটা গুলি এসে তার কপালে লাগল। লিসিন

চেয়ারে এলিয়ে পড়লো। তার সামনে তখনো ভূতুড়ে দ্বীপের নক্সা আঁকা কাগজটা খোলা পড়ে রয়েছে। বেচারী আর এ জীবনে সে দ্বীপে পৌঁছাতে পারবে না।

কৃত-সংকল্প বিদ্রোহী খালাসীরা ক্রমশঃ ঘনাভূত হ'য়ে চাংলী ও তার দলের লোকদের জাহাজের একধারে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। এখনি এখনি হয়ত তারা চাংলীকে হিংস্র শকুনের মত ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌বে। তাদের চোখে নিষ্ঠুর হত্যার পৈশাচিক ঝিলিক্।

সহসা জাহাজের পর্য্যবেক্ষণকারী চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"সাবধান! ভীষণ ঝড় উঠছে—"

তারপরই শোঁ-শোঁ গোঁ-গোঁ করে হেঁকে উঠ্‌ল ঝড়। সমুদ্র দারুণ আক্রোশে উত্তাল উদ্দাম ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠলো। আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এলো। সমুদ্রের রং হ'য়ে গেল ঘনকৃষ্ণবর্ণ। বাতাসের দাপটে কাণা দৈত্যের ন্যায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে জাহাজ অনির্দ্দিন্ট লক্ষ্যে ভেসে চল্‌লো।

ঢেউয়ের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে জাহাজ সম্পূর্ণ অসহায়-ভাবে টক্কর খেয়ে খেয়ে চলেছে। রাত হয়েছে। চতুর্দ্দিকে এমন জমাট কালো অন্ধকার যেন তার গায়ে লেগে জাহাজ এখনি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে বলে বোধ হচ্ছে।

সহসা প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে জাহাজ কাত হ'য়ে পড়লো। খুব কঠিন কিছুতে ধাক্কা লাগায় জাহাজ যখম হ'য়েছে বোধ হ'ল।

একজন খবর নিয়ে এল জাহাজ ফেঁসে গেছে। উদ্ধার-তরণী নিয়ে এখনি সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হ'বে নয়ত জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-সমাধি হ'বে।

ডুবো পাহাড়ের গুঁতো খেয়ে জাহাজ ভীষণ যখম হ'য়েছে!

খালাসী ও চাংলীর দলবল আর্ত্তচীৎকার জুড়ে দিলে। কিন্তু সে চীৎকার ছাপিয়ে ঝড়ের দৈত্যরা পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠলো হূ হূ হূ—হো হো হো!

সে বিশৃঙ্খলার মাঝে কে যে কোথায় ছিট্‌কে গেল তার আর কোন ঠিকঠিকানাই রইল না।...

আঠারো

তরুণ ক্যাপ্টেন দীপক চৌধুরী

চিনফু্ সামান্য সুস্থ হ'য়েই হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল।

হিরোকীও এসে জুটলো। আর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিভাবে এল খুনে মংকু। কামিন কয়েকজন দক্ষ খালাসী সংগ্রহ করে একটা জাহাজ ভাড়া করলে।

এইবার তারা বেরিয়ে পড়বে ভূতুড়ে দ্বীপের সন্ধানে।

চিনফু্ দুটো ম্যাপ জুড়ে ফেল্‌লে। দীপক সদানন্দবাবুর সাহায্যে সেটার একটা বাংলা তর্জ্জমা করে নিলে।

তারপর ক্যাপ্টেন দীপক জাহাজে অন্ততঃ ছয় মাসের রসদ বোঝাই করে একদিন ভোর রাত্রে সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়লো।

সদানন্দবাবু ম্যাপ নিয়ে নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন। জাহাজ তার গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে চললো।

দিন পনেরো জাহাজ চালাবার পর দীপক দূরবীণ নিয়ে একদিন ভোরে পর্য্যবেক্ষণ সুরু করলে। ভূতুড়ে দ্বীপ এইবার দেখা যাবে—এইবার। কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপমালা তারা পার হ'য়ে গেল। তারপর সমুদ্রবক্ষে আবার একঘেয়ে পাড়ি।

বৈকালের ম্লানায়মান আলোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ যেন

সহসা নিবিড় ঘনঘটা করে এল। সমুদ্র বিষিয়ে উঠলো নীল হ'য়ে। দূর থেকে বাতাসের চাপা গোঁ গোঁ শব্দ কানে আস্‌তে লাগল। মংকু চেঁচিয়ে উঠলো, "ঝড় উঠছে—ভীষণ সামুদ্রিক ঝড়—"

দেখতে দেখতে সমুদ্র উত্তাল ঢেউয়ে আলোড়িত হয়ে উঠল, মেঘলা আকাশের বুক চিরে চিরে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগল আর বাতাস যেন দুর্বার বেগে ভীষণ চীৎকার করে সমুদ্রের উপর আছড়াতে লাগল। উঃ সে কী প্রচণ্ড কাণে-তালা-লাগানো শব্দ! কার সাধ্য ডেকের উপর দাঁড়ায়। ঝড়খাওয়া পাখীর মত সকলে কেবিনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। আর সেই নড়বড়ে পুরাণ জাহাজখানা মাঝ সমুদ্রে পাক খেতে লাগল। ঘণ্টা তিনেক ধরে ঝড়ের দেবতা উন্মত্ত আক্রোশে সমুদ্র তোলপাড় করে, যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন রাত হয়েছে। আকাশের থম্‌থমে ভাব বৃষ্টির দাপটে অনেকটা কেটে গেছে। ভিজে বাতাস ঠাণ্ডা শীতের ঢেউ তুলে দিচ্ছে শরীরের মধ্যে। দেখা গেল জাহাজ কিসে যেন আটকে স্থির হয়ে গেছে।

নাবিকেরা এদিক ওদিক দেখা শোনা করে খবর আন্‌লে যে জাহাজ একটা চড়ায় বসে গেছে। তীর যে নিকটেই তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এ কোথায় তারা এসে উপস্থিত হ'ল!

সদানন্দবাবু বল্লেন, "এ দ্বীপে মনুষ্য বসতি নেই—"

দীপক বল্লে, "কিছু শিকার-টীকার করতে পারলে ভাল হয়, কি বলো কামিন—"

মংকু বল্লে, "মন্দ কি ? একদিন টাট্‌কা মাংস খেয়ে মুখ বদ্‌লানো যাবে।"

চিনফু বল্লে, "সেই ভালো, সেই ভালো—চলুন দীপকবাবু, চারজনে একবার দ্বীপটায় হানা দিই।"

তারা একখানা বোটে গিয়ে উঠলো। কিন্তু কে জানতো যে ভাগ্য তাদের জন্য এক নিষ্ঠুর ফাঁদ পেতে রেখেছে সেই দ্বীপে !

সদানন্দবাবু বললেন, "তোমরা শুধুহাতে যেয়ো না, রাইফেল্‌গুলো সঙ্গে নিয়ে যাও—দ্বীপে বন্য জন্তু থাকতে পারে, আদিম অধিবাসী থাকতে পারে। খুব সাবধানে চলা-ফেরা করবে আর বেশী দেরী কোরো না যেন—"

দাঁড় বেয়ে দ্বীপে পৌঁছতে আধ ঘণ্টাটাক সময় গেল। ছবির মত পরিচ্ছন্ন দ্বীপটা। ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়, তা'ছাড়া নাম না জানা দীর্ঘ সবুজ গাছপালা। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপটাকে ভারী বিস্ময়কর সুন্দর মনে হয়। চরে ঝাঁক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখী কলরব করছে। বোট ছপ্‌ছপ করে এগিয়ে এলো। পাখীর ঝাঁক সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে দূরে গিয়ে বস্‌ল।

বোটখানাকে একটা বড় পাথরের চাঁইয়েতে বেঁধে মংকু বললে,—"দীপকবাবু, এবার একটু কাদা ঠেলে আমাদের দ্বীপে উঠতে হ'বে, নয়ত উপায় নেই।"

দীপক বন্দুক হাতে নিয়ে কাদায় নেমে পড়লো। কামিন তার পিছন পিছন চল্‌লো।

উনিশ

মৃত্যু ছিল ওৎ পেতে

নিঃশব্দ নির্জ্জন দ্বীপ। মাঝে মাঝে সামুদ্রিক পাখীর ডাক কানে আসে আর সমুদ্রের উপর হু-হু শব্দে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। মন কেমন উদাস হ'য়ে যায়। চিন্‌ফু ও মংকু একটা ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। দীপকরা পেছিয়ে।

কামিন্ বল্লে, "দীপকবাবু, কয়েকটা সামুদ্রিক পাখী মারা যাক্ আসুন, অনেক দিন পরে পাখীর মাংস খেয়ে একটু মুখ বদ্‌লানো যাবে।"

দীপক একটা ঢিপির উপর উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই পিছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেল তার পরেই একটা বন্দুকের আওয়াজ।

দীপক উত্তেজিত হ'য়ে কামিন্‌কে বল্লে, "দৌড়ে এস, চিন্‌ফু ও মংকুর কোন বিপদ হয়েছে"—এই বলে সে বন্দুকের শব্দ যেদিকে থেকে এসেছিল সেইদিকে দৌড় দিল।

ছোট্ট একটা পাহাড়ের কোল থেকে জঙ্গল সুরু—সেখানে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে দীপক এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌ল। তার পিছনে পিছনে কামিন্, এসে হাজির হ'ল।

দীপককে মারতে গুলি চিন্‌কুকে বিদ্ধ করল—পৃঃ ৯৬
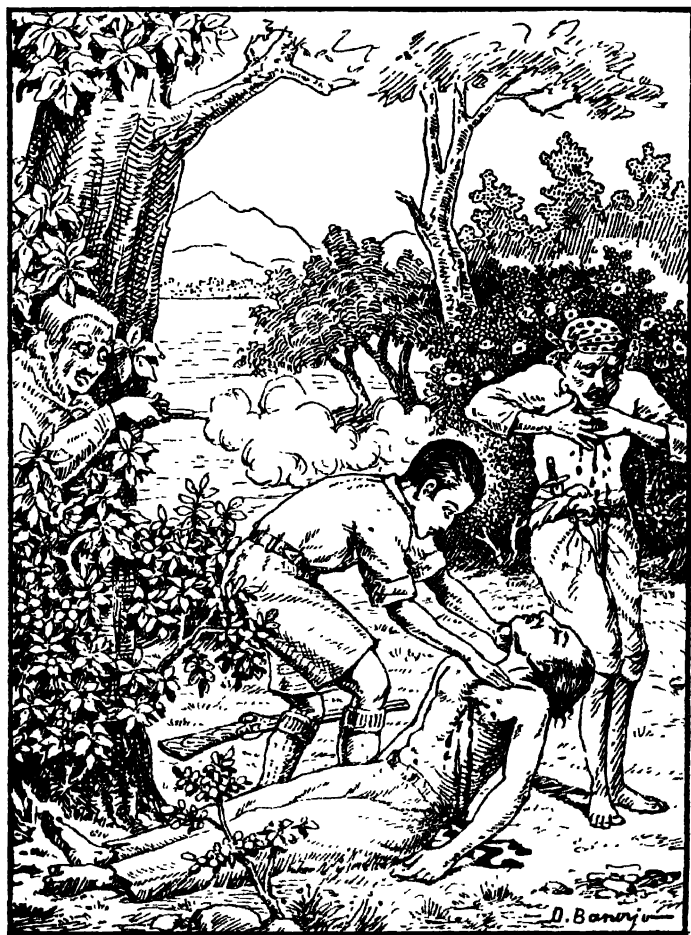
দীপক বল্লে, "ঐ ভাঙা ঝোপটার মধ্য দিয়ে চলো আমি জঙ্গলে ঢুকি—তুমি এখানে অপেক্ষা করো—যদি আমার ফিরতে দেরী হয়—জঙ্গলে ঢুকবে আমার সন্ধানে।"

দীপক ঝোপের ডালপালা সরিয়ে ঢুকে পড়লো। কিছুদূর যাবার পর আর পথ নেই—হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটা ঝোপের ডালপালা এড়িয়ে তবুও তারা এগিয়ে চল্‌লো—

হঠাৎদীপক দেখ্‌লে একটা সিস্‌ গাছের তলায় কে যেন উপুড় হ'য়ে পড়ে' রয়েছে।

দৌড়ে দীপক সেখানে হাজির হ'ল—কিন্তু যে ব্যক্তি উপুড় হ'য়ে পড়েছিল তার দেহে প্রাণের কোন লক্ষণই নেই! শরীরটাকে চিৎ করে ফেল্‌তে দেখা গেল সে মংকু। তার বক্ষ ভেদ করে বন্দুকের গুলি ভিতরে প্রবিষ্ট হ'য়েছে। ক্ষত স্থান থেকে তখনো দমকে দমকে রক্ত বেরুচ্ছে—

দীপক মৃতদেহ পরীক্ষা করতে লেগে গেল। এদিকে তার পিছনেই একটা মোটা জংলী গাছের আড়াল থেকে দুটো হিংসা-ক্রুর চক্ষু যে তাকে লক্ষ্য করছে তা সে দেখ্‌তে পায়নি। ধীরে ধীরে সেই গাছের আড়াল থেকে একটা পিস্তলের নিষ্ঠুর কালো নল দীপকের দিকে উদ্যত হ'ল, তারপরেই দ্রুম্‌ করে শব্দ এবং চিনফুর চীৎকার। দীপককে মারতে গিয়ে গুলি চিন্‌ফুকে বিদ্ধ করলো।

মরবার সময় চিন্‌ফু হাত তুলে গুলি আস্‌বার দিক্‌টা দেখিয়ে দিলে! দীপক ক্রুদ্ধ হিংস্র হ'য়ে সেই দিক লক্ষ্য করে পরপর

তিনচার বার গুলি করলে কিন্তু অদৃশ্য আততায়ী তখন সেখান থেকে পালিয়েছে।

উপর্যুপরি দু'দুটো মৃত্যু এত শীঘ্র ঘটে গেল যে দীপক যেন তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একদম হতভম্ব হ'য়ে গেছে।

কিন্তু হতভম্ব ভাবটা তার তখুনি কেটে গেল যখন দেখলে যে কামিন্ ঊর্দ্ধশ্বাসে সেদিকে ছুটে আসছে—

কামিন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যাপার ?"

দীপক মাটিতে আঙুল দেখিয়ে মংকু ও চিন্‌ফুর মৃত-দেহ দুটোকে দেখিয়ে দিলে।

কামিন্ বল্লে, "দীপকবাবু, এ সেই সহস্রমুখোর কাজ। সে নিশ্চয়ই এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নিলে কি করে ?"

দীপক বল্লে, "তা ভাববার অনেক সময় পাবে কামিন্, আপাততঃ চলো আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হ'বে। শত্রু আমাদের চেয়ে চালাক এবং দ্বীপে সে আগে এসেছে। এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌লে মৃত্যু অনিবার্য। জঙ্গলের কোন্ দিক থেকে কখন যে গুলি এসে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে তার স্থিরতা নেই।" এই বলে তারা দু'জনে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ছুটে চল্‌লো।

দু'জনে ত্রস্তপদে বোটের দিকে দৌড়ল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে নিস্ফল আক্রোশে তাদের যেন চোখ ফেটে কান্না

আসবার উপক্রম হ'ল। বোটখানা সেখানে নাই। সমুদ্র সহস্র ছোট ছোট ঢেউশিশু নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে রয়েছে—চড়ায় পাখীর ঝাঁক কলরব করছে—কিন্তু কোথাও বোটের চিহ্নমাত্র নাই।

দূরে জাহাজখানা চড়ায় আটকে কাত হ'য়ে রয়েছে কিন্তু চীৎকার করে ডাকলে কারো কাণেও তাদের চীৎকার পৌঁছবে না। উপায়? এখন উপায় কি?

দু'জনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লো।

কুড়ি

সদানন্দ চৌধুরীর আবিষ্কার

বোট্ নিয়ে দীপকরা চলে যেতে সদানন্দবাবু ম্যাপখানা নিয়ে আবার বসলেন। তাঁরা সমুদ্রের যে অঞ্চলে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন সেই অঞ্চলেই ভূতুড়ে দ্বীপ আছে—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু দ্বীপটাকে চিনে নেওয়া যাবে কি দিয়ে? নক্সায় দ্বীপের যে ছবি রয়েছে তার মধ্যে একটা ডবল এম্ অক্ষরের মত (MM) দাগ, এরই বা অর্থ কি? একটা চুরুট জ্বালিয়ে সদানন্দবাবু রীতিমত মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে অভ্রান্ত প্রমাণ—কালো জলের স্রোত চতুর্দিকে। কিন্তু এই M অক্ষর দুটো নিয়ে সদানন্দবাবু বড় ভাবনায় পড়লেন।

একজন খালাসী এক কাপ কফি দিয়ে গেল। সদানন্দবাবু কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "জোয়ারের কত দেরী সিন্-কি?"

সিন্-কি ঘাড় চুল্কে বললে, "বেলা আড়াইটা নাগাদ জোয়ার আস্‌বে।"

কফির পেয়ালায় কয়েকটা চুমুক দিয়ে সদানন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দূরবীণটা টেবিলের উপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

চতুর্দ্দিকে জ্বলন্ত সূর্য্যকরে চির-আন্দোলিত সমুদ্র চক্ চক্ করছে। আকাশের গা বেয়ে একটা তেজ—সেদিকে তাকানো যায় না—যেন রৌদ্র-প্রতিফলিত আয়না। দ্বীপটা ঝাপ্সা দেখাচ্ছে—যেন একটা ফিকে রংয়ের টানে আঁকা water colour scenery.

তিনি দূরবীণ চোখে লাগালেন।

দূরবীণ দিয়ে দ্বীপটা দেখে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। দ্বীপটার ঠিক মাঝখানে চতুর্দিকের গাছপালা থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে চারটে পাহাড়ের চূড়ো ঠিক ম্যাপে আঁকা (M M) ডবল এম্ অক্ষরের মত। একটা আনন্দের তরঙ্গ তাঁর সমস্ত শরীরে উত্তেজনা জাগিয়ে গেল—এই তাহলে ভুতুড়ে দ্বীপ। জলদস্যুদের ধনরত্ন রাখবার গোপন ভাণ্ডার।

দীপককে এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের কথা বল্‌বার জন্য তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "দীপক, দীপক"—

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হ'ল যে দীপক ঐ দ্বীপেই গেছে বোটে করে বেড়াতে।

তিনি আবার দূরবীণ চোখে লাগালেন। তন্ন তন্ন করে দ্বীপটা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন কিন্তু কোথাও দীপকদের বোট্‌খানা দেখতে পেলেন না। তবে তারা কি দ্বীপের এদিকে বোট বাঁধেনি? কিন্তু তাই বা কেন? এদিকে ত' বেশ চড়া পড়েছে—তবে শুধু শুধু তারা দ্বীপের অন্যদিকে বোট বাঁধলে কেন?

সদানন্দবাবুর মনটা একটা অস্বস্তিতে খচ্ খচ্ করতে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ বেলা যত বাড়তে লাগ্‌ল তাঁর উদ্বেগও তত বাড়তে লাগ্‌ল।

নাবিকেরা তাঁকে ভরসা দিলে যে নতুন জায়গায় শিকারের উত্তেজনায় তারা মেতেছে। জাহাজে ফেরবার কথা মনে হয়নি। খাবার সময় ঠিক ফিরবে।

কিন্তু একটা অমঙ্গলের চিন্তায় সদানন্দবাবু যেন বড় বেশী অস্থির হ'য়ে পড়লেন। ক্রমে দুটো বাজল। সমুদ্রে জোয়ার উঠ্‌ল বলে মনে হ'চ্ছে। জাহাজ নড়ে চড়ে উঠ্‌ল।

নাবিকরা ব্যস্তভাবে ছোটাছুটী সুরু করে দিল। জোয়ারের সময় জাহাজটা ডুবো পাহাড় এড়িয়ে মুক্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে ভেসে চললো।

ভূতুড়ে দ্বীপের দিকেই তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দ্বীপের যত নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগ্‌লেন সদানন্দবাবু ততই যেন মুষড়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। ওরা সব গেল কোথায় ?

জাহাজ নঙ্গর করে' সদানন্দবাবু জনতিনেক ষণ্ডা দেখে নাবিককে সঙ্গে নিয়ে তীরে নাম্‌লেন। কাদায় কয়েক জোড়া পায়ের দাগ দূরে জঙ্গল পর্য্যন্ত চলে গেছে। দীপকরা তবে এই পথেই গেছে।

একুশ

সিংচিং পাহাড়

দীপক সহজে দমবার পাত্র নয়—সে ভাবলে যে বিধাতা যখন তাদের পলায়নের পথটা এমন সুন্দরভাবে অথচ অতর্কিতে লোপ করে দিলেন তখন তাঁর ইচ্ছে যে তারা একবার দ্বীপটা ভালভাবে পরিভ্রমণ করে। ফামিনকে নিয়ে দীপক চললো জঙ্গলের দিকে।

মৃত্যু যেখানে ওৎ পেতে ব'সে—শত্রু যেখানে পূর্ব্বে থেকে ঘাটী দখল করেছে সেখানে পা বাড়ানো দুঃসাহসের কাজ। জীবনমরণের সন্দেহস্থল সেই ভীষণ অজানা জঙ্গলে তবু সে পা বাড়ালো। ভয়কে ভয় দেখাতে, মৃত্যুকে জয় করতে, অজানার বুকে জয়-পতাকা উড্ডীন করতে এমনি করেই যুগে যুগে দুঃসাহসীরা জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়।

ক্রমশঃ তারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে লাগল। নিবিড়, ভয়ঙ্কর, নিস্তব্ধ আর থমথমে সেই জঙ্গল। অন্ধকারে দুর্গম কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে সে পথ করে এগিয়ে চললো।

সহসা বনের নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে একটা গম্ভীর স্তবের ধ্বনি তাদের কাণে এলো। একঘেয়ে স্বর কিন্তু ভয়াবহ ও গম্ভীর; মনে হয় যেন কোন গুহার গভীরতম অভ্যন্তর-থেকে সে স্বর

ভেসে আস্ছে। দীপক মোটা গাছের অন্তরাল থেকে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে চললো—

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা—তারপরই একটা পর্ব্বতের গুহা—দীপক চম্‌কে উঠলো—তার মনে পড়লো ম্যাপের কথা।

"ভূতুড়ে দ্বীপের মধ্যে সিংটিং পাহাড়—তার গায়ে সাতখানা গুহা—ডান দিক থেকে পঞ্চম গুহার মধ্যে—বিরাট পিতলের কন্‌ফুশি মূর্তির পাদদেশে—পাষাণ-পেটিকার অভ্যন্তরে ধনরত্ন ইত্যাদি ইত্যাদি"—

সে এগিয়ে চললো! গুহার পর গুহা। বিরাট পাষাণ দৈত্যের যেন এক একটা রাক্ষুসে হাঁ—মুখের কাছে আগাছার জঙ্গলে পথ বন্ধ বলে মনে হয়। সে এগিয়ে চললো—ক্রমে ক্রমে সে সাতখানা গুহাই পার হ'য়ে এলো। প্রায় অর্ধ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হ'ল ডান দিকের সব প্রথম গুহায় আসতে। সেখান থেকে সে আবার পিছিয়ে চললো—১নং, ২নং, করতে করতে সে পঞ্চম গুহার কাছে এসে দাঁড়ালো—সেই গুহার মধ্যস্থল থেকে যেন শত শত কণ্ঠে মিলিত স্তব ভেসে আসছে—গম্-গম্ গম্-গম্ করে তার প্রতিধ্বনি উঠছে।

দীপক গুহার দিকে পা বাড়ালো।

সহসা পাহাড়ের উপর থেকে গুলি ছোড়ার শব্দ এল। পরপর চার পাঁচটি গুলি ছোড়ার শব্দ।

"কা-মিন্,—লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়—পাহাড় দিয়ে কারা ছুটে আসছে—"

চকিতে দীপক লাফ মেরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে। তারপর কয়েক পা দ্রুতপদে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিচ্ছিল পাথরে পা হড়কে সে অন্ধকারে ডিগবাজী খেয়ে কোন্ অতল তলে গিয়ে পড়লো। ঈষদুষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরে কঠিন আঘাত খেয়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে।

পিছনে পিছনে কা-মিন্ আসছিল। হঠাৎ সে অনুভব করলে যে দীপক নীচে পড়ে গেল। থমকে দাঁড়াল সে। কোথায় যাবে সে ? অন্ধকারে তার কিছু মালুম হয় না—শুধু একটা অজানা ভয় বুকের মধ্যে কাঁপুনি জাগিয়ে দেয়—রক্তে একটা শীতের আমেজ এনে দেয়।

আবার গুহার অজানা জায়গা থেকে ভেসে আসে সেই স্তবের শব্দ। যে ভাষা বিদেশী বলে দীপকের মনে—একটা ভয়-মিশ্রিত ভক্তি জাগিয়ে দিচ্ছিল—গুহার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে সেই স্তবের ভাষা কা-মিন্ বুঝতে পারে—

"কনফুশি আমাদের রক্ষা কর—
ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা কর—
দ্বীপের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর—
ভৌতিক ধনরত্নের দায় মুক্ত কর—
আমাদের রক্তের আগুন নির্ব্বাপিত কর—

কন্‌ফুশি আমাদের রক্ষা কর—

রক্ষা কর—

রক্ষা কর—”

নিস্তব্ধ হয়ে যায় শব্দ কিন্তু তার প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে গুহার গাত্রে অনুরণিত হ'তে থাকে—রম্ রম্ রিম্ রিম্ করে সে ভাষার প্রতিধ্বনি যেন কিছুতেই মিলাতে চায় না।

* * * *

এদিকে সদানন্দ চৌধুরী কাদার উপর পায়ের দাগ লক্ষ্য করে করে, জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লেন। গাছতলায় চিনফু ও মংকুর মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। সদানন্দবাবু তাদের মৃতদেহ তুলে ধরে পরীক্ষা করে বুঝলেন গুলি তাদের বক্ষঃস্থল ভেদ করেছে। কিন্তু দীপক ও কামিন্ গেল কোথা? হয়ত তারাও জঙ্গলের মধ্যে শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে—কথাটা মনে হতেই অসহ্য ব্যথায় সদানন্দবাবুর বুকের মধ্যটা যেন মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তথাপি তিনি দমিলেন না। সঙ্গীদের নিয়ে আরো গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চললেন। জঙ্গলের মাঝখানে সেই ডবল M আকৃতির পর্ব্বত। ম্যাপ দেখে সদানন্দবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের সেই সাত গুহার সামনে এসে হাজির হলেন। বাঁ দিক থেকে তৃতীয় গুহার সম্মুখে হাজির হবার আগেই পাহাড়ের উপর থেকে কয়েকজন তাঁদের অনুসরণ করে আসছিল। সহসা তাদের বন্দুক গর্জ্জে উঠলো—গুড়ুম—গুম্ গুম্···সদানন্দবাবু ঝপ্ করে একটা মোটা

গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলেন, তারপর ছুটলেন জঙ্গলের মধ্যে। পাহাড়ের গা দিয়ে শত্রুরা ছুটে আসছে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের মত তাদের চোখ—হায়েনার মত তারা নাছোড়বান্দা—শেয়ালের মত ধূর্ত্ত।...

গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কা-মিন্ যখন কি করতে হ'বে কিছুতেই ঠিক পাচ্ছে না তখন আবার পদশব্দ শুনে গুহার মুখের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। অন্ধকার থেকে গুহার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। সে বন্দুক হাতে নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেই গুহার সম্মুখ দিয়ে কারা ছুটে পার হতে যাবে অমনি ফায়ার করলে। একটা আর্ত্ত চীৎকার—তারপরই একজন পড়ে গেল। বাকি দু'জন ছুটে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো।

গুহা থেকে বেরিয়ে এল কামিন। কি করবে সে? দীপককে উদ্ধার করবে কি করে!

গুলিবিদ্ধ লোকটি তখন কাৎরাচ্ছে। কামিনের কেমন চেনা-চেনা লাগল। সে হেঁট হ'য়ে দেখলে যে সে তাদের দলের তাংসু। তাংসু তখন কাৎরাচ্ছে আর বলছে—"ভাগা—ভাগ্য—ভাগ্য ছাড়া পথ নেই। জাহাজ-ডুবি হ'য়ে ছড়িয়ে গেলাম—উঠলাম নির্জ্জন দ্বীপে—কে জানত ভাগ্য তার ছড়ানো জাল ধীরে ধীরে তুলে আনছে, আমরা সব এক জায়গায় ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছি—গুপ্তধনের রত্নাগারের দরজায়—হাঃ হাঃ হাঃ! রত্নাগারের দরজায়—ভগবান, শক্তি দাও—আর একটু শক্তি—

কৈ কৈ গুপ্তধন? কেউ আমাকে দেখতে পারো? চাংলী তুমি মহিমময়, তুমি জয়ী—আঃ—" লোকটা শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলে।

বন্দুকের আওয়াজ সদানন্দ বাবুরাও শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন। গুহার মুখে কামিনকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন—'কা-মিন? দীপক—দীপক কোথা?"

"দীপকবাবু ঐ গুহার মধ্যে পড়ে গেছেন।"

"মংকু কৈ? চিনকু কৈ?"

"নেই!"

"নেই মানে?"

"তারা আততায়ীর গুলিতে মরেছে।"

"আততায়ী?"

"চাংলী—সহস্রমুখো চাংলী"

"অসম্ভব! অসম্ভবের চাইতেও অসম্ভব—তাও কখন হ'তে পারে!"

"তাই হ'য়েছে। চাংলী এ দ্বীপে আগে থেকেই এসে জুটেছে! জাহাজ-ডুবির ফলে দৈবাৎ তারা এখানে এসে উঠেছে।"

"দীপকের খোঁজ করি চলো—এগোও—"

"এই যে আসুন—এই দিকে—"

কামিন সদানন্দবাবুকে গুহার মধ্যে নিয়ে গেল।

গুহা গম্ গম্ করে রণিত অনুরণিত হ'তে লাগল সেই সম্মিলিত স্তব—

"কনফুশি আমাদের রক্ষা করো···
ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা কর—"

চমকে উঠলেন সদানন্দবাবু। "ওকি? কারা ওরা?"

চিনফু বল্লে, "গুপ্তধনের জিম্মাদার।"

"ওরা কি মানুষ?"

"হাঁ, একদিন ওরা মানুষ ছিল।"

সহসা সব স্তব্ধ হয়ে গেল। নিথর নিস্পন্দ গুহা। নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত যেন শোনা যায়। কষ্টি-পাথরের মত অন্ধকার গুহা।

কামিন্ বল্লে, "পথ কৈ?"

সদানন্দবাবু বল্লেন, "গুহার গা ধরে ধরে এগিয়ে চলো—সাবধান, খুব সাবধান।" একটা গুমট গরম আবহাওয়ায় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে।

সহসা একজন খালাসী বলে উঠ্লো "সিঁড়ি—সিঁড়ি আছে এই দিকে"।

শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে কামিন্ ও সদানন্দ বাবু সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

তারপর সকলে নামতে লাগল সেই সিঁড়ি দিয়ে। সহসা যেন আলো জ্বলে উঠল। উপর থেকে নীচে পড়লো আলোর রেখা। মশাল হাতে কারা কোলাহল করে উঠলো গুহার মুখে।

সদানন্দবাবু ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লেন। "চাংলীর দল—দেয়াল ঘেঁষে পিস্তল ও বন্দুক রেডি করে দাঁড়িয়ে থাকো।"

উপরে কয়েকটা মশালের আলো কাঁপতে লাগল—ভেসে এল নানা কণ্ঠের স্বর।

"এই দিকে—"

"এই যে সিঁড়ি"

"শীগ্‌গীর নেমে চলো"

"শয়তানরা কাছেই—ছিঁচ্‌কে চোর—"

কামিন্ ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে, "হুঁশিয়ার !"

ধুপ্ ধুপ্ পায়ের শব্দ।

খুনে শয়তানরা নাম্‌ছে—নীচে আরো নীচে—

সদানন্দবাবু বল্‌লেন, "কামিন, নীচে নামো, দীপকের খোঁজ করতে হ'বে।"

নিঃশব্দ সঞ্চারে কামিন ও সদানন্দবাবু গুহার গা ঘেঁসে নীচে নাম্‌তে লাগলেন। একটা সমতল জায়গা। মশালের ক্ষীণ কম্পিত শিখায় দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড ছায়াময় কনফুশি মূর্ত্তি তার পদতলে অনেক অনেক প্রার্থনারত মানুষ। তাদের দেহ নড়ে না—স্থির নিশ্চল—সমাধি-মগ্ন যেন।

সদানন্দবাবু এগিয়ে গেলেন। একজনের কাঁধে হাত দিলেন। কঠিন পাথর।

"এগুলি পাথরের মূর্ত্তি।"

"তবে স্তব করছিল কারা ?"

এই অস্বাভাবিক পরিমণ্ডলে সদানন্দবাবু যেন তন্ময় হ'য়ে গেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তাঁরা এখানে এসেছেন তাও যেন বিস্মৃত হয়ে গেলেন। স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রহিলেন যেন পাথরের মূর্ত্তি।

ওদিকে নেমে আস্ছে চাংলীর দল! তাদের আলো স্পষ্ট হচ্ছে। সহসা আলো পড়ল কন্‌ফুশির মূর্ত্তির পাদদেশে। সেখানে বিরাট পাষাণ পেটিকা। তার উপরে ওকে শুয়ে রয়েছে?

এগিয়ে ছুটে গেলেন সদানন্দবাবু।

পিছনে ছুটলো কামিন্।

"দীপক"—"দীপক"—

দীপক চেঁচিয়ে উঠলো, "গুপ্তধন—কাকা, গুপ্তধনের পাষাণ পেটিকা—"

সে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়াল—তারপর তিনজনে সেই পেটিকার ডালা খুলে ফেললে—ঝল্‌সে উঠলো তার মধ্যে ঐশ্বর্য্য—কামিন পকেট ভর্ত্তি করতে লাগ্‌ল।

সহসা পিছনে সিঁড়ির উপর থেকে বন্দুক গর্জ্জন করে উঠলো গুড়ুম্ গুম্ গুম্...

গুম্ গুম্...

গুড়ুম্ গুম্...

ছুটোপাটি বেধে গেল। তারপরেই গুহার একদিকে চিড় খেয়ে বিদ্যুৎ চম্‌কানোর মত আগুনের রেখা দেখা দিল। কেঁপে

উঠলো গুহা, মনে হ'ল মাটীর নীচে বহু নীচে গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ শব্দ হচ্ছে।

উপরে রব উঠলো "পালাও পালাও—" "পাথর ফেটে আগুন বেরুচ্ছে"—য়্যাসিড্ আর ছাইয়ের গন্ধ এল বাতাসে বাতাসে।

সদানন্দবাবু বল্লেন, "শীগগীর বেরিয়ে এসো, এটা নিগুপ্ত আগ্নেয় গিরি আবার জেগেছে মনে হ'চ্ছে—এখনি বিপর্য্যয় কাণ্ড বেধে যাবে—"

সকলে ছুটলো সিঁড়ির দিকে। তাঁরা উপরে উঠ্‌ছেন, তাদের পাশ কাটিয়ে কারা যেন নীচে নেমে গেল।

সদানন্দবাবু বল্‌লেন, "মরণ ফাঁদে পা দিয়েছে শয়তানরা—নির্ঘাৎ মৃত্যু—"

দৌড়তে দৌড়তে তাঁরা গুহামুখ থেকে বার হ'য়ে সমুদ্র-তীরের দিকে ছুট্‌লেন।

পিছনে ক্রুদ্ধ সিংচিং পাহাড়টা কানা দৈত্যের মত ফুৎকারে ফুৎকারে আগুন ওড়াতে লাগল—ছাইয়ে অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল আকাশ—

তাঁরা জাহাজে এসে উঠলেন। ক্রমশঃ বাতাস আগুনের মত গরম হ'য়ে উঠল। পাহাড়টা থেকে গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরুতে লাগল ক্রমশঃ লাল হ'য়ে উঠতে লাগল পাহাড়ের শিং গুলো—

সদানন্দবাবু জাহাজ ছেড়ে দিলেন। দূরে দূরে। সিংচিং

পাহাড় ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে—খানিকটা অংশ তার ছিটকে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো।

কামিন্ বল্‌লে, "ঐ দেখ দেখ, ভূতুড়ে দ্বীপের বুকে সিংচিং পাহাড় জ্বল্‌ছে—ধ্বংস হচ্ছে আমাদের জমানো গুপ্তধন!"

দীপক বল্লে, "উঃ কি প্রচণ্ড লোভ আমাদের! আর একটু হ'লেই প্রাণখানা ঐ খানেই বলি দিয়ে আস্‌তে হ'ত!"

কামিন পকেট থেকে মুঠোমুঠো মণিরত্ন বার করে বললে, "খামচা মেরে যা' এনেছি—সাতপুরুষ রাজার হালে কেটে যাবে।" তার মুখ আনন্দে হাস্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

দীপকের পকেট থেকে বেরুলো আরো কয়েক মুঠো "যাক্ ভূতুড়ে দ্বীপের বুক থেকে কিছু স্থায়ী চিহ্ন আনতে পেরেছি আমরা।"

সিংচিং পাহাড় দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে—এখনো তার মুখ অগ্নি উদ্গার করছে—ছাইয়ে আকাশটা যেন কালো চাঁদোয়ায় ঢেকে গেল। ঝাপ্‌সা ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হ'য়ে ধোঁয়ার মত সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে গেল ভূতুড়ে দ্বীপ।

জাহাজের চীনে খালাসীরা একটা গান জুড়ে দিল। জাহাজ এগিয়ে চললো আপনার গতিতে মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশের নীচে শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে।

শেষ